নেতানিয়াহুর পদত্যাগ দাবিতে ইসরায়েলে ব্যাপক বিক্ষোভ

সারে-জমিন

বানারহাটের বামেদের ইনসাফ যাত্রা

রূপসী বাংলা

ইসরাইল-হামাস যুদ্ধের মধ্যে আরেক সংঘাত উঁকি দিচ্ছে

সম্পাদকীয়

ফিলিস্তিনের সমর্থনে বারুইপুরে মহা মিছিল

গ্রাম-বাংলা

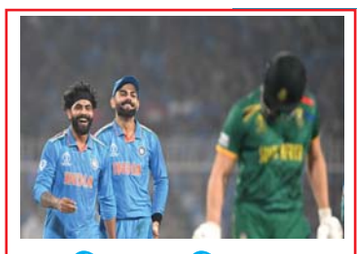

দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২৪৩ রানে হারিয়ে টানা আট ম্যাচে জয় ভারতের

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
৬ নভেম্বর, ২০২৩
১৯ কার্তিক ১৪৩০
২১ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 298 ■ Daily APONZONE ■ 6 November 2023 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

মহুয়ার বিরুদ্ধে ৭ নভেম্বর খসড়া রিপোর্ট পেশের ইঙ্গিত

আপনজন ডেস্ক: তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে বিজেপির নিশিকান্ত দুবে যে অভিযোগ এনেছেন, তার খসড়া রিপোর্ট খতিয়ে দেখতে আগামী ৭ নভেম্বর বৈঠকে বসবে লোকসভার এথিকস কমিটি। খসড়া রিপোর্ট গৃহীত হওয়ার জন্য বৈঠকের অর্থ হল যে বিজেপি সাংসদ বিনোদ কুমার সোনকরের নেতৃত্বাধীন কমিটি তাদের তদন্ত শেষ করেছে এবং ২ নভেম্বর তাদের সদস্যদের শেষ আলোচনায় দলীয় লাইনে যাওয়ার পরে এখন তাদের সুপারিশ করবে।

মহুয়ার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগনিয়ে ১৫ সদস্যের কমিটিতে বিজেপির সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, বিশেষ করে সোনকরের বিরুদ্ধে গত বৈঠকে তাকে নোংরা ও ব্যক্তিগত প্রশ্ন করার অভিযোগ তুলে বিরোধী দলের সদস্যদের সঙ্গে ক্ষোভে বেরিয়ে যাওয়ার অভিযোগ তোলেন তিনি। স্পিকার ওম বিড়লার কাছে পেশ করা রিপোর্টে বিরোধী দলের সদস্যদের অসন্তোষের সম্ভাবনার মধ্যে কমিটি তার বিরুদ্ধে সুপারিশ করতে পারে বলে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

চার চারটি রেকর্ড কোহলির

আপনজন ডেস্ক: জন্মদিনটা এর চেয়ে ভালোভাবে উদযাপন করতে পারতেন না বিরাট কোহলি। রবিবার ছিল তার ৩৫তম জন্মদিন। কোহলি বিশেষ দিনটা রাঙালেন ক্রিকেটের নন্দন কানন ইডেন গার্ডেনে ওয়ানডে ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির মালিক শচীন তেন্ডুলকারের কীর্তি ছুঁয়ে। শচীনের একদিনের ম্যাচে সেঞ্চুরি ৪৯টি। ভারতীয় কিংবদন্তির সেই রেকর্ড আজ ৩৫তম জন্মদিনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ছুঁয়েছেন কোহলি। দলীয় ৬২ রানে রোহিত শর্মা আউটের পর উইকেটে আসেন কোহলি। বিশেষ সেঞ্চুরির পথে কোহলি সঙ্গী হিসেবে পেয়েছেন শুভমান গিল, শ্রেয়াস আইয়ার, লোকেশ রাহুল, সূর্যকুমার যাদব ও রবিন্দ্র জাদেজাকে।

শেষ পর্যন্ত জাদেজার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন রানের জুটিতে সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন কোহলি। কিছুটা ধীরগতির ছিল তাঁর ইনিংসটি। ৬৭ বলে প্রথম ফিফটি পূর্ণ করেছেন। সেঞ্চুরি স্পর্শ করেছেন সব মিলিয়ে ১২০ বলে। ৪৯ সেঞ্চুরির জন্য কোহলির লেগেছে ২৭৭ ইনিংস। যেখানে তেন্ডুলকারের লেগেছে ৪৫২ ইনিংস। অবশ্য রবিবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১২১ বলে ১০১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে কোহলি এই মাইলফলক স্পর্শ করেন। ১০ বছর আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছেড়ে যাওয়া তেন্ডুলকারের ৪৯ শতকের রেকর্ডে ভাগ বসালেন বিরাট কোহলি। এই ইনিংসে বিরাট আরও চারটি বড় রেকর্ড নিজের নামে

করেন। শচীনের চেয়ে ১৭৪ কম ইনিংসে শচীনের রেকর্ডের সমান করেছেন বিরাট। শচীনের ৪৯তম সেঞ্চুরি এসেছে তার ৪৫১তম ইনিংসে। যেখানে বিরাটের ৪৯তম সেঞ্চুরি এসেছে ২৭৭তম ইনিংসে। এই ইনিংসে বিরাট আরও চারটি বড় রেকর্ড নিজের নামে করেন। শচীনের চেয়ে সীমিত ওভারে বেশি সেঞ্চুরি করে, বিরাট সীমিত ওভারে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি করা খেলোয়াড় হয়ে উঠেছেন। ওয়ানডেতে কোহলির রয়েছে ৪৯টি সেঞ্চুরি এবং টি-টোয়েন্টিতে একটি সেঞ্চুরি, অর্থাৎ মোট ৫০টি সেঞ্চুরি। আগে এটি ছিল ৪৯। শচীনের নামে ৪৬৩টি ওডিআই এবং একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৪৯টি সেঞ্চুরি রয়েছে, যেখানে বিরাট ২৮৮টি ওয়ানডে এবং ১১৫ টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৫০ টি সেঞ্চুরি করেছেন। প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে সেঞ্চুরির নিরিখে আমলাকে পেছনে ফেলেছেন বিরাট কোহলি। যদিও তিনি একজন চেজ মাস্টার, তবে ওয়ানডেতে প্রতিপক্ষ দলের রান তাড়া করতে গিয়ে তার নামে সর্বোচ্চ ২৭টি সেঞ্চুরি রয়েছে। দুই নম্বরে থাকা শচীন সেঞ্চুরির দিক থেকে কোহলির কাছাকাছিও নন, যার নামে ১৭টি সেঞ্চুরি রয়েছে, কিন্তু রবিবার বিরাট প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করে রেকর্ড গড়েছেন। প্রথমে ব্যাট করে দক্ষিণ আফ্রিকার হাশিম আমলাকে পেছনে ফেলে ২২টি সেঞ্চুরি করেছেন। প্রথম ইনিংসে আমলার নামে ২১টি সেঞ্চুরি রয়েছে। কোহলি বিশ্বকাপে ১৫০০ রান পূর্ণ করেছেন। এই টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশি রান করা ব্যাটসম্যানদের তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন তিনি। ২২৭৮ রান করে এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন শচীন। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক রিকি পন্টিং। তার সংগ্রহ ১৭৪৩। অন্যদিকে একদিনে ম্যাচে জন্মদিনে সেঞ্চুরি করা সপ্তম খেলোয়াড় হলেন বিরাট কোহলি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করার সময় বিরাট কোহলি একদিনের ম্যাচে জন্মদিনে সেঞ্চুরি করা সপ্তম খেলোয়াড় হনন। এর আগে এই কীর্তি করেছিলেন বিনোদ কাম্বলি, শচীন তেন্ডুলকার, সনাথ জয়সুরিয়া, রস টেলর, টম ল্যাথাম এবং মিচেল মার্শ।

গত ১৯ অক্টোবর পুনেতে বাংলাদেশের বিপক্ষে ১০৩ রানের ইনিংস খেলার পর থেকেই তেন্ডুলকারকে ছোঁয়ার অপেক্ষায় ছিলেন কোহলি। এরপর নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সম্ভাবনা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত পারেননি, কিউইদের বিপক্ষে ফেরেন ৯৫ রান করে, লঙ্কানদের বিপক্ষে ৮২ রানে। শেষ পর্যন্ত বহুল কাঙ্ক্ষিত তিন অঙ্কের দেখা মিলেছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ইনিংসের শেষ দিকে। ৪৯তম ওভারের তৃতীয় বলে কাগিসো রাবাদার বলে সিঙ্গেল নিয়ে ১০০-তে পৌঁছান তিনি। তিন সংস্করণ মিলিয়ে এটি কোহলির ৭৯তম শতক।

কোহলির আগে এবারের বিশ্বকাপে জন্মদিনে শতক করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার মিচেল মার্শ, পাকিস্তানের বিপক্ষে।

ইনিংস বিরতিতে সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কোহলি বলেন, 'আমাকে খেলার ও দলের সাফল্যে অবদান রাখার সুযোগ দেওয়ায় স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞ। এমন বড় একটা স্টেডিয়ামে প্রচুর দর্শকের সামনে জন্মদিনে শতক করতে পারাটাও দারুণ ব্যপার।'

লোকসভায় অভিষেকের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চান নওশাদ

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্টের একমাত্র প্রতিনিধি নওশাদ সিদ্দিকী বলেছেন, তিনি ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্র থেকে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক। সংবাদ সংস্থা আইএনএস জানিয়েছে, রবিবার নওশাদ বলেন, যদি আমার দল আমাকে মনোনয়ন দেয় তবে আমি ২০২৪ সালে ডায়মন্ড হারবার থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব এবং সেক্ষেত্রে আমি সেখান থেকে বর্তমান লোকসভা সদস্যকে প্রাক্তন সাংসদ করব।

তিনি আরও বলেন, ক্ষমতাসীন দলের 'ডায়মন্ড হারবার মডেল' যদি ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কার্যকর না হয়, তাহলে ফলাফল অবশ্যই ভিন্ন হবে। আইএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৪ সালে ডায়মন্ড হারবার থেকে প্রার্থী হতে চাওয়া নওশাদ সিদ্দিকী কংগ্রেস-বামফ্রন্ট জোটের সমর্থন পাবেন বলে তাদের নিশ্চিত ধারণা। যদিও ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের সঙ্গে জোট ও সমঝোতা সত্ত্বেও ২০২৪ সালে এ ধরনের কোনও জোট হবে না বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছেন সিদ্দিক। ইন্ডিয়া জোটে তৃণমূল কংগ্রেসের উপস্থিতি আইএসএফের অংশ হতে একমাত্র বাধা বলে তিনি জানান।

ছত্তিশগড়ে ক্ষমতায় এলে 'লাভ জিহাদ' বন্ধ করা হবে: যোগী

আপনজন ডেস্ক: উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, ছত্তিশগড়ে বিজেপি ক্ষমতায় এলে 'লাভ জিহাদ' ও গরু চোরাচালানের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শনিবার ছত্তিশগড়ের কাওয়ার্ধা বিধানসভা কেন্দ্রে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আদিত্যনাথ কংগ্রেসকে 'দেশ, সমাজ ও জনগণের জন্য সমস্যা' বলে অভিহিত করেন।

ছত্তিশগড়ে ২০১৮ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়কে 'ভুল' বলে উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, রামনবমীর শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং 'লাভ জিহাদ'-এর বিরোধিতাকারী এক কর্মীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে ভারতীয় জনতা পার্টির ডাবল ইঞ্জিনের সরকার রয়েছে। সেখানে লাভ জিহাদ পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই বিষয়ে এবং ধর্মান্তরের বিরুদ্ধে একটি আইন তৈরি করা হয়েছে। কেউ অবৈধভাবে ধর্মান্তরিত হতে পারবে না। কেউ যদি এ ধরনের কাজ করে, তাহলে তাকে পরিণতি ভোগ করতে হবে।

'লাভ জিহাদ' শব্দটি ডানপন্থী কর্মীরা হিন্দু মহিলাদের বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করার জন্য মুসলিম পুরুষদের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করার জন্য ব্যবহার করে। ছত্তিশগড়েও ডাবল ইঞ্জিনের সরকার গঠনের অনুমতি দেওয়ার জন্য আমি আপনাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। যোগীর অভিযোগ, তারা (কংগ্রেস) লাভ জিহাদ, গরু চোরাচালান, খনি মাফিয়ার নামে আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে।

তাইউত্তরপ্রদেশের মতোই এই ধরনের কাজের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাহলে কোনো সমস্যা হবে না, বলে দাবি করেন তিনি।

ছত্তিশগড় এবং উত্তরপ্রদেশের মধ্যে খুব আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে। উত্তর প্রদেশের মানুষের কাছে ছত্তিশগড় তাদের মাতৃভূমির মতো।

আদিত্যনাথ বলেন, এই রাজ্য ভগবান রামের মাতৃভূমি এবং মাতা কৌশল্যের পৈতৃক বাড়ি।

কাওয়ার্ধা কাশীর (বারাণসীর প্রাচীন নাম) মতোই পবিত্র, কিন্তু দুষ্টুভাবে তারা (কংগ্রেস) আকবরের (বর্তমান কংগ্রেস বিধায়ক ও মন্ত্রী মোহাম্মদ আকবর) মতো একজন ব্যক্তিকে এখানে স্থাপন করেছে।

হায়দ্রাবাদ, বেঙ্গালুরুর থেকে কম টাকায় নার্সিং পড়ার সুযোগ

ভর্তি চলছে

GNM NURSING (3 YRS)

শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য

আপনার সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে দিতে বদ্ধ পরিকর বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

BUDGE BUDGE INSTITUTE OF NURSING
EMPOWERING COMPASSIONATE MALE NURSES

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদিত

অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত

২০০ বেড সমৃদ্ধ আরতি হাসপাতাল ও আশ শিফা হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

সায়েন্স, আর্টস, কমার্স যে কোনও শাখার ছাত্রদের জন্য সুযোগ

উচ্চমাধ্যমিকে ৪০ শতাংশ নম্বর পেলেই ভর্তির যোগ্য

মুহাম্মদ শাহ আলম চেয়ারম্যান ● ড. মোশারফ হোসেন ভাইস চেয়ারম্যান

যোগাযোগ

ডা. ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
6295 122 937
9732 589 556
https://bbinursing.com

চণ্ডীপুর মোড় ● বিড়লাপুর রোড ● বজবজ ● কলকাতা-৭০০১৩৭

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ২৯৮ সংখ্যা, ১৯ কার্তিক ১৪৩০, ২১ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

স্বার্থ ও প্রয়োজন

পাগলেও নাকি নিজের ভালো বুঝে। যে কোনো ব্যাপারে নিজের উপকার, লাভালাভ, সুযোগ-সুবিধা পৃথিবীর সকল মানুষ অবচেতনে পরিমাপ করিয়া দেখে। মানসিক সন্তুষ্টি ব্যতীত কেহ কিছু করিতে চাহে না। ইহাকেই অনেকে স্থূল অর্থে 'স্বার্থ' বলিয়া থাকে। সুতরাং এক অর্থে আমরা সকলেই স্বার্থপর এবং তাহা দোষণীয়ও নহে। বরং নিজের অস্তিত্বের জন্য সকলকেই স্বার্থপর হইতে হয়। তবে উহারও একটি সীমা রহিয়াছে। নিন্দা-তত্ত্ব প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, 'স্বার্থ যখন স্বার্থপরতার সাধারণ সীমা ছাপিয়ে উঠে, তখনই আমরা তাকে স্বার্থপরতা বলি।'

একইভাবে 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 'মানুষের দায় মহামানবের দায়, কোথাও তার সীমা নেই। অন্তহীন সাধনার ক্ষেত্রে তার বাস। জন্তুদের বাস ভূমণ্ডলে, মানুষের বাস সেইখানে যাকে সে বলে তার দেশ। দেশ কেবল ভৌমিক নয়, দেশ মানসিক। ...বহু লোকের আত্মত্যাগে দেশের গৌরব সমুজ্জ্বল।' আবার প্রাকৃতিক নির্বাচনে ডারউইন বলিয়া গিয়াছেন—সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট—অর্থাত্ যোগ্যতমরাই টিকিয়া থাকিবে। এইখানেও বুদ্ধি ও স্বার্থের প্রশ্ন আসে সারভাইভের জন্য।

বাস্তবিক অর্থে একবিংশ শতাব্দীর এই পৃথিবীটা বড়ই জটিল এবং কঠিন। জ্ঞানীরা উপলব্ধি করিতে পারেন—হিংসায় উন্মত্ত নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্বের ঘোর কুটিল ধরণিতে টিকিয়া থাকাটাই অনেক বড় ব্যাপার। সেই জন্য যাহারা টিকিয়া আছেন, মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট তাহাদের শুকরিয়া জানানো উচিত। তবে আমরা এই চিত্রের বিপরীতে দেখিতে পাই, এই পৃথিবীতে কত ধরনের ভূরাজনৈতিক খেলা চলিতেছে! আমরা সেই 'খেলা'র খুব সামান্যই বুঝিতে পারি। অনেকের মতে, আমরা আসলে দেখিতে পাই সাগরে ভাসমান হিমবাহের উপরের দৃশ্যমান সামান্য অংশটুকু। হিমবাহের নিচে যে সিংহভাগ অংশ রহিয়া গিয়াছে, আমরা তাহা দেখিতে পাই না। পাইবার কথাও নহে। এই জন্য শক্তিশালী রাষ্ট্রের 'পাওয়ার' তথা 'শক্তি' কী জিনিস, আমরা তাহা জানি না। ইহার পাশাপাশি পরাশক্তির 'সুপার পাওয়ার' কী জিনিস, তাহা আমরা বুঝিই না। তবে আমরা না জানি অথবা না বুঝি, এইটুকু জানি বা বুঝি যে, উন্নয়নশীল বিশ্বের ছোটখাটো দেশগুলির আশপাশে বড় বড় শক্তিশালী দেশ রহিয়াছে, সেইখানে রহিয়াছে অনেক ধরনের হিসাবনিকাশ। এই সকল ছোটখাটো দেশ যেই সকল বিবেচনায় স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, সেই বিবেচনা অনুযায়ী এই দেশগুলির প্রতি শক্তিশালী দেশের হস্তক্ষেপ করিবার কথা নহে; কিন্তু সমস্যা হইল, এই সমস্ত বড় দেশের সহিত অন্যান্য বড় দেশের একে অন্যের রহিয়াছে জটিল হিসাব। সেই হিসাবের প্যাঁচে কাহারো কাহারো মধ্যে রহিয়াছে বৈরী সম্পর্ক। এই জটিল অবস্থায় উন্নয়নশীল বিশ্বের ছোট দেশগুলির এমনিতেই অত্যন্ত সতর্ক ও সাবধান থাকা উচিত। কবির ভাষায় ছোট দেশগুলির অবস্থা হইল—'বহুদিন মনে ছিল আশা/ ধরণীর এক কোণে/ রহিব আপন-মনে;/ ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা/ করেছিনু আশা।' অর্থাত্ উন্নয়নশীল বিশ্বের ছোট দেশগুলিও যেন ধরণির এক কোণে আপন মনে এতটুকু জায়গা লইয়াই খুশি থাকিবে। এই সকল পঙিক্তর মধ্যে আমরা যেন এমনই আভাস পাই—ছোটখাটো দেশগুলির কী করা উচিত; কিন্তু এই ছোটখাটো দেশগুলি কাজী নজরুল ইসলামের 'দারিদ্র্য' কবিতার মতো 'কণ্টক-মুকুট শোভা' লইয়া কখনো কখনো ঔদ্ধত্যপূর্ণ 'সাহস' দেখায়—যাহাকে নজরুল বলিয়াছেন—'অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস'।

এই দুরন্ত সাহসের যুক্তি হিসাবে উঠিয়া আসে উন্নয়নের কথা, জিডিপির কথা। আমরা ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকায় দেখিয়াছি দুরন্ত সাহসের পরিণাম কী হয়। অন্যদিকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার মতো যাহারা 'কথা' দিয়াছে, সকল সময় তাহারা 'কথা' না-ও রাখিতে পারে। 'দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড়/ বিশ্ব সংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে এনেছি ১০৮ নীলপদ্ম/ তবু কথা রাখেনি...।' সুনীলের কবিতার মতো কেহ যদি কথা না রাখেন, তখন কী হইবে? তবে ইহাও সত্য যে, স্বার্থ ও প্রয়োজন যতক্ষণ রহিয়াছে ততক্ষণ কথা না রাখিয়া উপায় কী?

•••••••••••••

ইসরাইল-হামাস যুদ্ধের আড়ালে আরেক সংঘাত উঁকি দিচ্ছে

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেনের গত শুক্রবারের (৩ নভেম্বর) ইসরাইল সফরের পর মনে হচ্ছে, সময়টা দোরগোড়ায়। ওয়াশিংটনের হাবভাবেও বিষয়টা পরিষ্কার! শুধু তাই নয়, ইসরাইলের কট্টর মিত্র-সমর্থকদেরও গাজায় ক্রমবর্ধমান প্রাণহানির বিষয়ে উদ্বিগ্ন হতে দেখা যাচ্ছে। আমরা দেখেছি, বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য ইসরাইলকে আরো দায়িত্ববান হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ব্লিনকেন। এমনকি যুদ্ধবিরতির বিষয়েও আহ্বান আসছে বিভিন্ন পক্ষ থেকে। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও যুদ্ধবিরতির জোর দাবি উঠছে। স্বয়ং জাতিসংঘের মহাসচিব বারবার সংঘাত বন্ধের আহ্বান জানিয়ে আসছেন। লিখেছেন **জনাথন ফ্রিডল্যান্ড**।

ব্লিনকেনের কথাবার্তায় মনে হয়েছে, হামাস নয়, বরং সংঘাত থামাতে মোক্ষম ভূমিকা রাখতে পারে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ। এ কাজের জন্য এটাই আদর্শ সংস্থা। তবে এর জন্য দরকার পড়বে আরো কিছু। আমূল কৌশলগত পরিবর্তনের স্বার্থে ইসরাইলের বর্তমান সরকার তথা প্রধানমন্ত্রী পদে পরিবর্তন আনা দরকার। ইসরাইলের মিত্ররাও সম্ভবত এটাই চাইবে!

ইসরাইল-হামাস চলমান যুদ্ধের পটভূমিতে ভেতরে ভেতরে দানা বাঁধছে আরেক যুদ্ধ! এটা এমন এক ধাঁচের যুদ্ধ, যেখানে জোটবদ্ধতা কিংবা পারস্পরিক রেষারেষির কারণে সংঘাত প্রকটতর হয়ে ওঠার আশঙ্কা অনেক বেশি। সত্যি বলতে, এ ধরনের যুদ্ধের যে অবতারণা ঘটতে চলেছে, তার আভাস পাওয়া গেছে চলতি সপ্তাহে। ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে চলমান যুদ্ধ যখন বন্ধ হবে বা সংঘর্ষের ঘটনা কমে আসবে, ঠিক তখনই স্পষ্টভাবে দেখা যাবে এই সংঘাত!

কোনো কোনো বিশ্লেষক মনে করছেন, সেই মুহূর্ত (নতুন সংঘাত) আসতে ঢের দেরি। কূটনীতিকসহ অনেকের মতে, সেই যুদ্ধ এখনো বেশ দূরেই। যদিও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেনের গত শুক্রবারের (৩ নভেম্বর) ইসরাইল সফরের পর মনে হচ্ছে, সময়টা দোরগোড়ায়। ওয়াশিংটনের হাবভাবেও বিষয়টা পরিষ্কার! শুধু তাই নয়, ইসরাইলের কট্টর মিত্র-সমর্থকদেরও গাজায় ক্রমবর্ধমান প্রাণহানির বিষয়ে উদ্বিগ্ন হতে দেখা যাচ্ছে। আমরা দেখেছি, বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য ইসরাইলকে আরো দায়িত্ববান হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ব্লিনকেন। এমনকি যুদ্ধবিরতির বিষয়েও আহ্বান আসছে বিভিন্ন পক্ষ থেকে। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও যুদ্ধবিরতির জোর দাবি উঠছে। স্বয়ং জাতিসংঘের মহাসচিব বারবার সংঘাত বন্ধের আহ্বান জানিয়ে আসছেন।

উল্লেখ করার বিষয়, ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বেশ চাপের মধ্যে রয়েছেন। এর মধ্যে আবার নতুন সমস্যা পেয়ে বসেছে তাকে! গাজি হামাদ লেবানিজ নামক ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা টিভি সাক্ষাত্কারে দৃঢ়চিত্তে ঘোষণা করে বসেছেন, '৭ অক্টোবরের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে হামাস সংকল্পবদ্ধ!' আমরা জানি, হামাস ইসরাইলে যে হামলা চালায়, তাতে প্রায় ১ হাজার ৪০০ ইসরাইলি নিহত হয়েছে। নিহতদের বেশির ভাগই বেসামরিক মানুষ। এই হামলা বিশেষ করে নেতানিয়াহুকে এমন এক বেকায়দা অবস্থায় ফেলে দিয়েছে, যা বলে শেষ করা যাবে না। হামাদ লেবানিজকে আমরা বলতে শুনেছি, '৭ অক্টোবর ছিল হামলার প্রথম ঘটনা। আরো হামলা ঘটবে সামনের দিনগুলোতে। এভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ দফায় হামলা চালানো হবে ইসরাইলের ভূখণ্ডে।' অর্থাত্, মুখে যা-ই বলুন না কেন, নেতানিয়াহু কতটা চাপের মধ্যে পড়ে গেছেন, তা সহজেই অনুমেয়। আরো গুরুতর কথা, হামাদকে জিজ্ঞেসা করা হয়েছিল, ইসরাইলে ধ্বংসযজ্ঞের চূড়ান্ত রূপ দেখতে চায় কি না হামাস? হামাদের উত্তর ছিল, 'অবশ্যই হ্যাঁ।' অর্থাত্, হামাদের কথা যদি সত্য হয়, তাহলে হামাসের পক্ষ থেকে নতুন করে হামলার মধ্য দিয়ে হামাস-ইসরাইল সংঘাতের রেষ বয়ে যাবে বহু দূর অবধি, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

হামাদের মুখ থেকে যে এমন উত্তর আসবে, সে সম্পর্কে অজ্ঞাত নয় ইসরাইল। আর এ কারণেই সম্ভবত গাজায় আক্রমণ চালানো থামাতে চাইছেন না নেতানিয়াহু। তেল আবিবের ভাবনা হয়তোবা এমন—হামাসকে একবারে নিষ্ক্রিয়, ধরাশায়ী করতে না পারলে নতুন করে হামলার ঘটনা ঘটতে পারে ইসরাইলে। তবে ইসরাইল এমন চিন্তা করুক বা না করুক, গাজায় হামলা থামনো উচিত অবিলম্বে, তা না হলে হয়তো নতুন কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সাক্ষী হব আমরা!

পরিসংখ্যান বলছে, ইসরাইলি আক্রমণে গাজায় ইতিমধ্যে প্রায় ৯ হাজারের বেশি মানুষের প্রাণ ঝরেছে। একই পরিবারের সব সদস্য মারা পড়েছে এমন নজির রয়েছে অগণিত। এর জন্য যে হামাসকে দায়ী করা হচ্ছে না এমন নয়। কারণ, ইসরাইলে অকস্মাত্ হামলা চালিয়ে বসে হামাস, যার হাত ধরেই এই যুদ্ধের শুরু।

হামাস তথা ফিলিস্তিনের সঙ্গে ইসরাইলের ঝামেলা মিটমাটের বিষয়ে এযাবত্ যেসব উদ্যোগ-প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে, তাদের কোনোটাই আলোর মুখ দেখেনি। সবগুলোই মুখ থুবড়ে পড়েছে বিশ্রীভাবে। এভাবে দশকের পর দশক ঘনীভূত হয়ে উত্তাপ ছড়িয়ে চলেছে ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাত। আর এরূপ ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবেই এবারের অধ্যায়ের অবতারণা। আর এই অধ্যায় শেষ হওয়া মানেই নতুন আরেক অধ্যায়ের অকস্মাত্ আগমনের অপেক্ষা!

কেবল আমাদের (হামাস যোদ্ধাদের) জন্য নির্মিত। গাজার নাগরিকদের দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে জাতিসংঘ।' এ কথায় অনেকেই লক্ষ করে থাকবেন, হামাসের এক কর্মকর্তাকে টিভি সাক্ষাত্কারে জিজ্ঞেস করা হয়, হামাসের যে ভূগর্ভস্থ টানেল নেটওয়ার্ক রয়েছে, যা কিনা ৩০০ মাইল দীর্ঘ, তা বেসামরিক মানুষকে আশ্রয় দিতে কাজে আসছে কি না? ঐ কর্মকর্তা উত্তরে বলেছেন, 'না, না। সুড়ঙ্গগুলো প্রমাণিত হয়, ইসরাইলি বাহিনীর বিমান হামলার মুখে গাজাবাসী কতটা অরক্ষিত অবস্থায় নিপতিত! হামাস তথা ফিলিস্তিনের সঙ্গে ইসরাইলের ঝামেলা মিটমাটের বিষয়ে এযাবত্ যেসব উদ্যোগ-প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে, তাদের কোনোটাই আলোর মুখ দেখেনি। সবগুলোই মুখ থুবড়ে পড়েছে বিশ্রীভাবে। এভাবে দশকের পর দশক ঘনীভূত হয়ে উত্তাপ ছড়িয়ে চলেছে ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাত। আর এরূপ ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবেই এবারের অধ্যায়ের অবতারণা। আর এই অধ্যায় শেষ হওয়া মানেই নতুন আরেক অধ্যায়ের অকস্মাত্ আগমনের অপেক্ষা!

লক্ষণীয়, হামাস-ইসরাইল এবারের সংঘাতে দুটি শ্রেণির উদয় ঘটেছে। রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলছে গোষ্ঠী দুটির মধ্যে—কট্টরপন্থি বনাম মধ্যপন্থিদের লড়াই। আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে, একটা পক্ষ চাইছে গোটা ফিলিস্তিন নিজেদের কবজায় রাখতে। দ্বিতীয় শ্রেণির চাওয়া, এই ভূখণ্ড ভাগ হয়ে যাক দুই খণ্ডে। শুধু ইসরাইলি বা ফিলিস্তিনিদের মধ্যে নয়, এমন বিভাজনের হিসাব চলছে দুই ভূখণ্ডের বাইরেও। এই শেষ পর্যন্ত কী ঘটবে, তা এখনই বলা মুশকিল। তবে খেলা যে ভেতরে ভেতরে বেশ ভালোমতোই চলছে, তা নিশ্চিত।

অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, হামাসকে একেবারে ধ্বংস করার মিশন নিয়েই এগোচ্ছে ইসরাইল। ইসরাইলের পরিকল্পনা আপাতত এটাই। নেতানিয়াহু সম্ভবত কেবল হামাসকে ধ্বংস করেই দম নেবেন না, গাজাকে ধ্বংসস্তূপ না বানিয়ে ছাড়বেন না এবং এখানে তৈরি করবেন 'এক বিশাল শূন্যতা'। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই শূন্যস্থান পূরণ হবে কীভাবে? এর উত্তর সহজ। নব-ট্রাস্টিশিপ তথা নতুন কোনো ব্যবস্থা তৈরি হতে দেখা যেতে পারে এখানে। এসব নিয়ে যে ইতিমধ্যে আলোচনা হয়নি বা আলোচনা চলছে না, তা নয়। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখা জরুরি, এর জন্য সবার আগে এই অঞ্চলে শৃঙ্খলা ফেরানোটা অতি জরুরি। নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে শৃঙ্খলার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। আমরা যদি কসোভো কিংবা পূর্ব তিমুরের দিকে তাকাই, তাহলে বিষয়টা বুঝতে সুবিধা হবে।

অনেকে বলছেন, নতুন কোনো জোট এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে পা বাড়াতে পারে। অর্থাত্, মধ্যপ্রাচ্যে নতুন কোনো শক্তির আবির্ভাব দেখা যেতে পারে। সেই জোটের উদ্যোগে ইসরাইল-হামাস যুদ্ধের আগুনে পানি পড়বে এমন কথাও শোনা যাচ্ছে। কথা হলো, কারা গড়বে সেই জোট? পশ্চিমা শক্তি তো নয়ই, সম্ভবত উপসাগরীয় বা আরব রাষ্ট্রগুলোর জোট দেখা যেতে পারে!

নতুন কোনো জোটের দেখা যাক বা না যাক, চলমান যুদ্ধের ইতি ঘটবে কীভাবে, তা-ই বড় প্রশ্ন।

ব্লিনকেনের কথাবার্তায় মনে হয়েছে, হামাস নয়, বরং সংঘাত থামাতে মোক্ষম ভূমিকা রাখতে পারে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ। এ কাজের জন্য এটাই আদর্শ সংস্থা। তবে এর জন্য দরকার পড়বে আরো কিছু। আমূল কৌশলগত পরিবর্তনের স্বার্থে ইসরাইলের বর্তমান সরকার তথা প্রধানমন্ত্রী পদে পরিবর্তন আনা দরকার। ইসরাইলের মিত্ররাও সম্ভবত এটাই চাইবে!

হামাসের কেউ কেউ বলেন, তারা রাজনৈতিক আলোচনা চান, কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা বেশ তিক্ত। সুতরাং, অচিরেই এই যুদ্ধ বন্ধ করা না গেলে নতুন কোনো সংঘাত অত্যাসন্ন! অর্থাত্, ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাত বন্ধের একমাত্র সমাধান হলো, দুটি রাষ্ট্রের পাশাপাশি অবস্থান তথা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। এই পথ ছাড়া হানাহানি বন্ধের আর কোনো সহজ পথ খোলা নেই। অন্য রাস্তায় যতই হাঁটা হোক, তাতে কেবল রক্তপাতই ঘটবে।

লেখক: দ্য গার্ডিয়ানের নিয়মিত কলামিস্ট

দ্য গার্ডিয়ান-এর সৌজন্যে

মার্ক লিওনার্ড

হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধ যেভাবে বৈশ্বিক পরিস্থিতি পাল্টে দিচ্ছে

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ফিরে এসেছে। ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর প্রায় এক মাস ধরে গাজায় ইসরায়েল অভিযান চালাচ্ছে এবং ক্রমাগত স্থল অভিযান জোরদার করেই যাচ্ছে।

যাঁরা ইসরায়েল বাস করছেন অথবা আমার মতো প্রবাসে থাকা লোকদের যেসব পরিবার-পরিজন সেখানে বসবাস করছেন, তাঁদের কাছে এটি একটি গভীর ব্যক্তিগত পর্যায়ের সমস্যা হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে বিশ্বের অগণিত মানুষ সংহতি প্রকাশ করেছে।

তবে একেবারে ব্যক্তি পর্যায়ের সম্পর্কের বাইরে এই যুদ্ধ একটি বৈশ্বিক সংকট হয়ে উঠেছে।

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী যে প্রভাব পড়েছে, এই যুদ্ধের প্রভাব তার চেয়ে অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী হয়ে দেখা দিচ্ছে। এ যুদ্ধের প্রভাব সবার আগে যেখানে অনুভূত হবে, সেটি হলো মধ্যপ্রাচ্য। বহু বছর ধরে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যে বিভ্রমের আশ্রয় নিয়ে দেশবাসীকে শাসন করে এসেছেন, এই যুদ্ধ সেই বিভ্রম-বিভ্রান্তিকে ভেঙে দিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, ফিলিস্তিনিকে ইসরায়েল কোনো রকম স্বীকৃতি না দিয়েই আরব দেশগুলোর সঙ্গে মসৃণভাবে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে সক্ষম হবে বলে নেতানিয়াহু যে আশা করেছিলেন, সেটি এখন আর সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এ প্রশ্ন এখন এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

গাজায় আক্রমণের ফল কী হবে না হবে, সে প্রশ্নের বাইরে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মধ্যপ্রাচ্য শান্তির বিষয়ে ইসরায়েলকে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক ও বিচক্ষণতার সঙ্গে কৌশলনীতি গ্রহণ করতে হবে।

সৌদি আরব ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিককরণের দ্বারপ্রান্তে চলে গিয়েছিল। কিন্তু এখন সৌদি জনগণ ও মুসলিম বিশ্বের চাপের মুখে পড়ে সৌদি সরকার সম্ভবত এ বিষয়ে সামনে এগোতে ইসরায়েলের কাছে ফিলিস্তিনের জন্য বড় ধরনের ছাড় দাবি করবে। তর্কাতীতভাবেই ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার আছে। কিন্তু এই ভাষ্য প্রতিষ্ঠায় কিংবা নিজের রাজনৈতিক অবস্থানকে সুসংহত করতে নেতানিয়াহু যে বেপরোয়া অভিযান চালিয়েছেন, তা আঞ্চলিক অস্থিরতার ঝুঁকি তৈরি করেছে।

নেতানিয়াহু হয়তো ভাবছেন, উপসাগরীয় অঞ্চলের নামমাত্র মিত্রদের নিয়ে তিনি তাঁর 'পছন্দের নক্ষত্রমালা' পুনরায় গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন এবং ইরানবিরোধী সুন্নি আরব দেশগুলোকে নিয়ে 'প্রতিরোধচক্র' গড়ে তুলবেন। এই বৃহত্তর ইস্যুর আড়ালে ফিলিস্তিন ইস্যু চাপা পড়ে যাবে।

তবে গাজা-ইসরায়েলের এই যুদ্ধের প্রভাব মধ্যপ্রাচ্য ছাড়িয়ে বাইরের দেশগুলোয়ও পড়বে। এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ইউক্রেন। কিছুদিন আগেও সহিংসতা ও বর্বরতার শিকার হওয়া ইউক্রেনীয়দের দুঃখ-দুর্দশার কথা যেভাবে সামনে আসত, এখন তা আর আসছে না। খারকিভ ও মাউরিপোলে হামলার পর যেসব ধ্বংসলীলার ছবি সংবাদমাধ্যমে এসেছিল, এখন গাজা থেকে সে রকমই হৃদয় বিদীর্ণ করা ছবি আসছে।

অধিকন্তু গাজায় ইসরায়েলের অভিযানের সঙ্গে তুলনা করে অনেকেই ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধকে ইউরোপের 'স্থানীয়' সংঘাত বলে আখ্যা দিচ্ছেন।

যেহেতু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অব্যাহত সমর্থনের ওপর ইউক্রেনের অস্তিত্ব নির্ভর করছে, সেহেতু ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ থেকে আন্তর্জাতিক মনোযোগ সরে গেলে তা তাদের সংগ্রামের জন্য দুঃসংবাদ হয়ে দাঁড়াবে।

শুধু তা-ই নয়, যদি ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ প্রলম্বিত হয় এবং ইরানের সম্পৃক্তি বাড়ে, তাহলে জ্বালানি তেলের দামের ওপর তার প্রভাব পড়বে। জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে গেলে রাশিয়ার ওপর তেল নিষেধাজ্ঞা জারি রাখা তখন পশ্চিমাদের জন্য আরও ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠবে।

আর গাজা সংকট ইউরোপের জন্য আরও বিশদ পরিসরের চ্যালেঞ্জ সামনে আনছে। এর প্রারম্ভিক ধাক্কায় ফ্রান্স, জার্মানি ও যুক্তরাজ্যের মধ্যকার চিড় ধরা সম্পর্কের আসল ছবি উন্মোচিত হয়ে গেছে।

ফ্রান্সে গত বছরে যতসংখ্যক ইহুদিবিরোধী ঘটনা ঘটেছে, তার চেয়ে বেশি ঘটেছে গত তিন সপ্তাহে। একই সঙ্গে হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধ ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্য সদস্যদেশগুলোর বিভক্তিকেও উসকে দিচ্ছে।

গত বছর রাশিয়া ইউক্রেনে সর্বাত্মক যুদ্ধ চালানো শুরু করার পর ইউরোপীয় দেশগুলো নিজেদের মধ্যে বিস্ময়কর জোরালো ঐক্য দেখিয়েছিল। তাদের সবার দৃষ্টি ইউক্রেনের দিকে নিবদ্ধ ছিল। এখন সেই দৃষ্টি ইউক্রেন, নাগারনো-কারাবাখ ও গাজায় ভাগ হয়ে গেছে। গাজায় অস্ত্রবিরতির বিষয়ে গত সপ্তাহে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে উত্থাপন করা প্রস্তাবে ভোটদানের বিষয়ে ইইউ সদস্যদেশগুলো তিন রকম ভোট দিয়েছে।

ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধে ইইউর অসংগঠিত প্রতিক্রিয়ার কারণে চীনের জোরালো প্রতিক্রিয়া সবার দৃষ্টি কেড়েছে। ইউক্রেনে রাশিয়া অভিযান চালানোর পর চীন যেমন নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছিল, এ ক্ষেত্রে তারা নিরপেক্ষ নয়। চীন দ্রুততার সঙ্গে ফিলিস্তিনিদের সমর্থন দিয়েছে। এটি বৈশ্বিক দক্ষিণে চীনের প্রাধান্য বিস্তার চেষ্টার একটি অংশ হিসেবে কাজ করছে। চীনের কূটনীতিকেরা ইসরায়েল ও রাশিয়া এবং ফিলিস্তিন ও ইউক্রেনবিষয়ক পশ্চিমা দ্বিমুখী নীতিকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তবে এই যুদ্ধে ফিলিস্তিনকে চীনের সমর্থন দেওয়াটা কিছু ঝামেলার সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে চীনের উদ্যোগে ইরান ও সৌদি আরবকে এ ছাতার তলে আনার যে চেষ্টা চলছে, সেটি হুমকির মুখে পড়তে পারে। আর হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধের কারণে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে আমেরিকার যে দশা হয়েছে, তা আমেরিকান ক্রাইম ফিল্ম দ্য গডফাদার পার্ট থ্রির একটি বিখ্যাত সংলাপ মনে করিয়ে দেয়: 'যখনই ভাবি আমি বেরিয়ে যাব, তখনই তারা আমাকে টেনে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়।' জো বাইডেন ভাবছিলেন, তাঁর পূর্বসূরি বারাক ওবামা ও ডোনাল্ড ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন; কিন্তু এবার তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে এশিয়ায় মনোযোগী হতে পারবেন। কিন্তু এখন আবার তাঁকে পররাষ্ট্রনীতিতে মধ্যপ্রাচ্যকেই এক নম্বর ইস্যু হিসেবে রাখতে হচ্ছে। আর এটি করতে গিয়ে এশিয়ায় মার্কিন প্রাধান্য ধরে রাখা হুমকির মধ্যে পড়ে গেছে।

কৃতজ্ঞতা: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট,

ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

গাজায় পারমাণবিক বোমা ফেলা হতে পারে: ইসরায়েলি মন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় পারমাণবিক বোমা ফেলার বিকল্প চিন্তা ইসরায়েলের রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন নেতানিয়াহুর সরকারের হেরিটেজ মন্ত্রী আমিচাই ইলিয়াহু।
শনিবার (৪ নভেম্বর) স্থানীয় রেডিও কোল বারামাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমন মন্তব্য করেন তিনি।
সাক্ষাৎকারে গাজায় মানবিক সাহায্যের অনুমতি দেওয়ার বিষয়ে নিজের আপত্তির কথা তুলে ধরেন ইলিয়াহু। তিনি বলেন, ‘আমরা নাৎসিদের মানবিক সাহায্য হস্তান্তর করব না।’
গাজায় কোনও বেসামরিক নাগরিক নেই বলেও মন্তব্য করেন ইসরায়েলের চরম ডানপন্থী রাজনৈতিক দল ওৎজমা ইহুদি পার্টির ওই মন্ত্রী।
গাজা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ পুনরায় গ্রহণ এবং সেখানে ইসরায়েলি বসতি গড়ে তোলার পক্ষে তিনি বলে জানান ইলিয়াহু। তাহলে ফিলিস্তিনিদের ভাগ্যে কী ঘটবে, এমন প্রশ্নের জবাবে ইসরায়েলি এই মন্ত্রী বলেন, ‘তারা আয়ারল্যান্ড অথবা মরুভূমিতে যেতে পারে। গাজার দানবদের নিজের সমাধান খুঁজে বের করা উচিত।’
তিনি বলেন, আলাদা করে উত্তর উপত্যকার অস্তিত্বের কোনও অধিকার নেই। ফিলিস্তিনি বা হামাসের পতাকা যারা উড়ায়, পৃথিবীতে তাদের বেঁচে থাকারও অধিকার নেই বলে মন্তব্য করেন তিনি।

২৮ দিনে গাজার অর্ধশতাধিক মসজিদ পুরোপুরি বিধ্বস্ত

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় গত ২৮ দিন ধরে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে দখলদার ইসরায়েল। এতে নারী, শিশুসহ প্রাণ হারিয়েছে প্রায় ১০ হাজার মানুষ। ভয়াবহ এ হামলায় অন্তত ৫৪টি মসজিদ পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছে এবং ১১০টি মসজিদ আংশিকভাবে ধ্বংস হয়েছে। গত শুক্রবার (৩ নভেম্বর) গাজা সরকারের মিডিয়া অফিসের প্রধান সালামাহ মারুফ এ তথ্য জানান।
সালামাহ মারুফ বলেন, ‘গাজায় ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত ১৬৪টি মসজিদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৫৪টি মসজিদ পুরোপুরি ধ্বংস এবং ১১০টি মসজিদ আংশিকভাবে ধ্বংস করা হয়। তা ছাড়া তিনটি গির্জা লক্ষ্য করেও হামলা চালানো হয়।’
তিনি বলেন, ‘ইসরায়েলের দাবি অনুসারে দেশটি যুদ্ধ শুরুর পর গাজায় ১২ হাজার লক্ষ্যবস্তুতে বোমা হামলা চালিয়েছে।
তবে সব হামলাই সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি, হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বেসামরিক লোকদের লক্ষ্য করে করা হয়েছে।’
তা ছাড়া গাজায় ২৫ হাজার টন বিস্ফোরক ফেলা হয়, যা ১২ হাজার টনের হিরোশিমা পারমাণবিক বোমার দ্বিগুণ বলে উল্লেখ করেন তিনি।
সালামাহ মারুফ আরো বলেন, ‘গত ২৭ দিনে দখলদার ইসরায়েল ৯৬৫টি গণহত্যা চালিয়েছে। এতে অন্তত ৯ হাজার ৬১ জন নিহত হয়েছে; যার মধ্যে তিন হাজার ৬৭০টি শিশু এবং দুই হাজার ৩২৬ জন নারী রয়েছেন।
তা ছাড়া ২৩ হাজারের বেশি লোক আহত হয়েছে এবং দুই হাজার ২৬ জন নিখোঁজ রয়েছে।’
বিভিন্ন পেশার মানুষের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘ইসরায়েলি হামলায় নিহতদের মধ্যে ১৩৫ জন চিকিৎসক, ৪০ জন সাংবাদিক, ১৮ জন বেসামরিক প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা এবং ৪৯ জন ইমাম ও ইসলাম প্রচারকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ রয়েছে। হামলায় দুই লাখের বেশি আবাসিক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার মধ্যে ৩৫ হাজার ভবন পুরোপুরি ধ্বংস হয়।

নেতানিয়াহুর পদত্যাগ দাবিতে ইসরায়েলে ব্যাপক বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে চলমান আগ্রাসনের মধ্যে ইসরায়েলজুড়ে বাড়ছে ক্ষোভ। হামাসের হামলা ঠেকাতে ব্যর্থতার অভিযোগে ক্ষোভ বৃদ্ধির পাশাপাশি ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী এই গোষ্ঠীটির হাতে বন্দিদের নিরাপদে উদ্ধারের দাবিও জোরালো হচ্ছে।
এই পরিস্থিতিতে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ করেছেন ইসরায়েলিরা। এসময় হামাসের কাছে বন্দি থাকা ইসরায়েলিদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনার দাবি জানানো হয়।
রোববার (৫ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত মাসে গাজা উপত্যকার আশপাশের এলাকায় বসবাসরত ইসরায়েলিদের ওপর হামাসের মারাত্মক হামলা ঠেকাতে ব্যর্থতার দায়ে ইসরায়েলে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এবং এর মধ্যেই শনিবার ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়।
যদিও বাসভবনের আগেই বিক্ষোভকারীদের আটকে দেয় পুলিশ। ইসরায়েলি পতাকা হাতে নিয়ে বিক্ষোভকারীরা এসময় নানা স্লোগান দেন। এছাড়া জেরুজালেমে নেতানিয়াহুর বাসভবনের চারপাশে পুলিশের বাধা সত্ত্বেও শত শত বিক্ষোভকারী সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।
এছাড়া ইসরায়েলি বাণিজ্যিক নগরী তেল আবিবেও হামাসের হাতে বন্দিদের ফিরিয়ে আনার দাবিতে তাদের আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবসহ কয়েক হাজার ইসরায়েলি বিক্ষোভ করেন।
রয়টার্স বলছে, শনিবারের এই বিক্ষোভ এমন একটি সময়ে অনুষ্ঠিত হয় যখন নেতানিয়াহুর পদত্যাগ করা উচিত বলে তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি ইসরায়েলি বিশ্বাস করেন বলে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে। মূলত সমীক্ষার এই ফলাফলে রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের ওপর জনগণের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভের বিষয়টিই উঠে আসছে।
প্রসঙ্গত, মুসলিমদের তৃতীয় পবিত্র ধর্মীয় স্থান আল-আকসা মসজিদের পবিত্রতা লঙ্ঘন এবং অবৈধ বসতি স্থাপনকারীদের অত্যাচারের জবাব দিতে গত ৭ অক্টোবর ‘অপারেশন আল-আকসা ফ্লাড’ নামে একটি অভিযান চালায় ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস। হামাসের এই হামলায় নিহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৪০০ ইসরায়েলি। নিহতদের মধ্যে ২৮৬ জন সেনাসদস্য রয়েছে বলে আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। হামাসের হামলায় আহত হয়েছেন আরও ৪ হাজার ৪০০ জনেরও বেশি ইসরায়েলি। এছাড়া সেনা কর্মকর্তা ও সৈনিকসহ আরও ২৩৯ জনকে বন্দি করে গাজায় নিয়ে যায় হামাস।

হিরোশিমার চেয়ে ২৪ গুণ শক্তিশালী পরমাণু বোমা বানাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: এক পরমাণু বোমায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল জাপানের পুরো হিরোশিমা শহর। এবার সেই বোমার চেয়ে ২৪ গুণ শক্তিশালী বোমা বানানোর কাজ শুরু করেছে মার্কিন সরকার।
সম্প্রতি এক সামরিক সূত্রের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক পোস্ট।
১৯৪৫ সালে হিরোশিমা শহরে বি-৬১ নামের একটি পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। এত বছর পর এবার এই বোমাকেই আধুনিক রূপ দিয়ে সামনে নিয়ে আসছে ওয়াশিংটন।
মার্কিন এই নয়া পারমাণবিক বোমটি বি৬১-১৩ মডেলের। এই বোমার ক্ষমতা ৩৬০ কিলোটন। আর হিরোশিমায় ফেলা বোমার ক্ষমতা ছিল ১৫ কিলোটন। সেই হিসাবে হিরোশিমায় ফেলা বোমার ২৪ গুণ বিধ্বংসী নতুন এই বোমা।
এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী প্রতিরক্ষামন্ত্রী জন প্লাম্ব বলেছেন, শত্রু দেশের ক্রমবর্ধমান হুমকি মোকাবিলায় এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। দেশের নিরাপত্তা জোরদার করতেও এটা জরুরি। এ ছাড়া মার্কিন মিত্রদেরও ভরসা জোগাবে নতুন এই পরমাণু বোমা। নতুন এই বোমা আধুনিক যুদ্ধবিমানের মাধ্যমে শত্রুঘাঁটিতে নিক্ষেপ করা যাবে বলে জানিয়েছে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।
নিউইয়র্ক পোস্ট জানিয়েছে, যদি এই বোমা মস্কোয় নিক্ষেপ করা হয় তাহলে তিন লাখের বেশি মানুষ নিহত হতে পারে। এই বোমা যেখানে ফেলা হবে সেখানকার এক মাইলের মধ্যে সব ভবন মাটির সঙ্গে মিশে যাবে এবং সব মানুষ মারা যেতে পারে। আর দুই মাইলের মধ্যে যারা থাকবে উচ্চ স্তরের বিকিরণের কারণে এক মাসের মধ্যে তারাও মারা যাবে। এ ছাড়া এ বোমা হামলা থেকে যারা বাঁচবেন তাদের ১৫ শতাংশ পরবর্তী জীবনে ক্যানসারে মারা যাবে।
সম্প্রতি সর্বব্যাপী পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (সিটিবিটি) বাতিল করে দিয়ে আইন পাস করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এর ফলে রাশিয়ায় নতুন করে পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা চালাতে আর কোনো বাধা নেই। পুতিনের এমন পদক্ষেপের পরই যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এমন বোমা বানানোর খবর সামনে এলো।

ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যা চলছে তা সহ্যের বাইরে: ওবামা

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে চলমান যুদ্ধকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনায় নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই যুদ্ধকে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে, সে বিষয়টির সমালোচনা করে ওবামা বলেন, দুই পক্ষের কেউই নিরপরাধ নয়।
রোববার কাতার ভিত্তিক গণমাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ বিষয়টি জানানো হয়।
শনিবার এক সাক্ষাৎকারে ওবামা জানান, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হামাসের ৭ অক্টোবরের হামলা ‘ভয়াবহ’, তবে এখন ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যা করা হচ্ছে, তা ‘সহ্যের বাইরে’।
পড সেভ আমেরিকা পডকাস্টের জন্য দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওবামা বলেন, কোনো গঠনমূলক উদ্যোগ নিতে হলে আমাদেরকে প্রথমে মেনে নিতে হবে যে এখানে একটি জটিল পরিস্থিতি চলছে এবং বাইরে থেকে দেখে যা মনে হয়, বিষয়টি ততটা সরল নয়। হামাস যা করেছে, তা ভয়ানক এবং এর পেছনে কোন যুক্তি নেই। কিন্তু একইসঙ্গে এটাও সত্য যে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে এখন যা চলছে এবং আগে তাদের ভূখণ্ড যেভাবে অধিগ্রহণ করা হয়েছে, তা সহ্যের বাইরে।
তবে এটাও সত্য, গাজায় অনেক ফিলিস্তিনি মারা যাচ্ছেন, যাদের সঙ্গে হামাসের কার্যক্রমের কোনো যোগসূত্র নেই, যোগ করেন ওবামা।
প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে ওবামা ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের সমাধান দেওয়ার উচ্চাভিলাষী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তবে দুই মেয়াদে প্রেসিডেন্ট পদে থাকলেও তিনি এতে সক্ষম হননি।
ওবামা ‘টিকটক ভিত্তিক আন্দোলনের’ সমালোচনা করে বলেন, এর মাধ্যমে চলমান পরিস্থিতির সরলীকরণ করা হচ্ছে।
সাবেক মার্কিন নেতা বলেন, আপনি সত্য বলার অভিনয় করতে পারেন, আপনি একপাক্ষিক সত্য বলতে পারেন, আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেকে নির্দোষও দাবি করতে পারেন। তবে এতে সমস্যার সমাধান হবে না।
আর আপনি যদি এই সমস্যার সমাধান করতে চান, তাহলে আপনাকে পুরো সত্যটাই গ্রহণ করতে হবে এবং মেনে নিতে হবে, কেউই নিরপরাধ নয় এবং আমরা সবাই (নীরব থেকে) খানিকটা হলেও এই সংঘাতে অংশীদারের ভূমিকা পালন করেছি, যোগ করেন ওবামা।

ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে বার্লিনে হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলের চলমান বোমা হামলার মধ্যে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে জার্মানিতে বিক্ষোভ করা হয়েছে। শনিবার (৪ নভেম্বর) সংহতি জানাতে বার্লিনের রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ নেমে এসেছে। পুলিশের একজন মুখপাত্র এএফপিকে বলেছেন, ‘আমরা অনুমান করছি প্রায় ৩,৫০০ মানুষ এই বিক্ষোভে অংশ নিয়েছে। তবে আরও লোক বিক্ষোভে যোগ দিচ্ছে।’ এএফপি জানায়, সমাবেশের শুরুতে পরিবেশ শান্ত ছিল এবং অনেক বিক্ষোভকারী তাদের পরিবার এবং সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।
বিক্ষোভকারীরা ‘সেভ গাজা’, ‘স্টপ জেনোসাইড’ এবং ‘যুদ্ধবিরতি’ লেখা ব্যানার নিয়ে মিছিলে অংশ নেয়। অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই ফিলিস্তিনিদের আইডেন্টিটি ও প্রতিরোধের প্রতীক স্কার্ফ কেফিয়াহ পরেছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজাকে অবশ্যই স্বাধীন ফিলিস্তিনের অংশ হতে হবে: এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান বলেছেন, হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধ শেষ হলে গাজাকে অবশ্যই স্বাধীন ফিলিস্তিনের অংশ হতে হবে। ইতিহাস থেকে ফিলিস্তিনিদের মুছে ফেলার মডেলকে তুরস্ক কখনোই সমর্থন দেবে না।
শুক্রবার কাজাখস্তান সফর শেষে দেশে ফিরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এমন মন্তব্য করেন তিনি।
বিমানবন্দরে উপস্থিত সাংবাদিকদের এরদোগান বলেন, এখন থেকে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে নিজের ‘সহকর্মী’ হিসেবে বিবেচনা করবো না। তাকে আমরা বাতিলের খাতায় ফেলে দিয়েছি।
তিনি আরো বলেন, আমাদের গোয়েন্দা প্রধান ইব্রাহিম কালিন ফিলিস্তিন, ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ ও হামাসের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। যুদ্ধের প্রাথমিক দায় নেতানিয়াহুকেই বহন করতে হবে। ইসরায়েলকে এখন ‘যুদ্ধাপরাধী ও মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী’ হিসেবে জবাবদিহিতার আওতায় না আনা হলে বৈশ্বিক ব্যবস্থার ওপর আর কোনো আস্থা থাকবে না।
হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) ভূমিকাকেও সমালোচনা করেছেন এরদোগান। বলেছেন, গাজার বর্তমান পরিস্থিতি ও এই যুদ্ধে ইইউ ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেয়নি। এ কারণে ইইউয়ের ওপর মানুষের যে আস্থা ছিল, সেটা নষ্ট হয়ে গেছে।
ইউরোপের দেশগুলো ইসরায়েলের প্রতি যে সমর্থন জানাচ্ছে, তা তারা করছে ইহুদিদের ওপর চালানো গণহত্যার (হোলোকাস্ট) ঋণ থেকে।
হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ বাধার পর পশ্চিমা দেশগুলো ইসরায়েলকে একতরফা সমর্থন জানিয়েছে। এমনকি, গাজায় ইসরায়েল গণহত্যা চালালেও, তা নিয়ে চুপ রয়েছে তারা। কিন্তু এক্ষেত্রে ভিন্ন অবস্থান নিয়েছে তুরস্ক। দেশটির প্রেসিডেন্ট এরদোগান যুদ্ধ শুরুর পর বিভিন্ন বক্তব্যে বরাবরই বলেছেন, হামাস কোনো সন্ত্রাসী দল নয় বরং স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী।
গত সপ্তাহে ইসরায়েল জানায়, গাজায় যুদ্ধ নিয়ে তুরস্কের ক্রমবর্ধমান উত্তপ্ত বক্তব্যের জেরে আঙ্কারার সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃমূল্যায়ন করছে তেল আবিব। তাছাড়া নিরাপত্তা সতর্কতা হিসেবে তুরস্ক ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ থেকে সব কূটনীতিকদের প্রত্যাহার করে নিয়েছিল ইসরায়েল।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০২ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২১	৫.৪৪
যোহর	১১.২৫	
আসর	৩.২১	
মাগরিব	৫.০২	
এশা	৬.১৩	
তাহাজ্জুদ	১০.৪১	

জার্মান বিমানবন্দরে ঢুকে পড়ল অস্ত্রধারী, শিশুকে জিম্মি

আপনজন ডেস্ক: জার্মানির হামবুর্গ বিমানবন্দরে গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়েছে এক অস্ত্রধারী ব্যক্তি। ওই গাড়িতে একটি শিশুও রয়েছে। এটিকে সন্দেহভাজন জিম্মি পরিস্থিতি হিসেবে দেখছে জার্মান পুলিশ।
সংবাদমাধ্যম রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় শনিবার রাত ৮টার দিকে এ ঘটনার পর থেকে বিমানবন্দরটির কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছে।
হামবুর্গ পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িতে থাকা ব্যক্তিটির বয়স ৩৫ বছর। তার সঙ্গে থাকা শিশুটির বছর চারেকের। গাড়িটি একটি বিমানের নিচে পার্ক করা আছে। ওই ব্যক্তি দুই বার বাতাসে গুলি ছুড়েছে এবং গাড়ি থেকে জ্বলন্ত বোতল ছুড়ে মেরেছে।
পুলিশ ধারণা করছে, সন্তানের হেফাজত পাওয়া নিয়ে বিরোধের জেরে এ ঘটনা ঘটেছে। কারণ শিশুটির মা ফোন করে পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছেন যে, তার স্বামী গাড়িতে ছেলেকে তুলে ‘অপহরণ’ করেছে।
কিন্তু ওই ব্যক্তি কেন বিমানবন্দরের ভেতরে ঢুকে সন্তানকে ‘জিম্মি’ করেছেন, তা এখনও অজানা।
পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনী পুরো বিমানবন্দর ঘিরে রেখেছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স (আগের নাম টুইটার)-এ এক পোস্টে হামবুর্গ পুলিশ বলেছে, আমরা জরুরি পরিষেবার একটি বড় দল নিয়ে ঘটনাস্থলে রয়েছি। আমরা একটি স্থির ‘জিম্মি’ পরিস্থিতি ধারণা করছি।

গাজায় যুদ্ধাপরাধে ইসরায়েলের বিচার করতে হবে: ওমান

আপনজন ডেস্ক: অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার বেসামরিক ফিলিস্তিনিদের ওপর ইহুদিবাদী ইসরায়েলের চলমান পাশবিক বিমান হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ওমান। দেশটি গাজায় ইসরায়েল সরকারের সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধ তদন্ত করে দেখার জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বা আইসিসির প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।
শনিবার সামাজিক মাধ্যম এক্সে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ওমানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ আহ্বান জানায়। বিবৃতিতে বলা হয়, গাজার নিরপরাধ ফিলিস্তিনিদের নির্বিচারে হত্যা করার ঘটনায় জড়িত সকল যুদ্ধাপরাধীর বিচার করতে হবে।
বিবৃতিতে যুদ্ধাপরাধের প্রমাণ হিসেবে গাজার জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরের মধ্যে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে স্থাপিত একটি স্কুলে ইসরায়েলের ভয়াবহ বিমান হামলায় অন্তত ২৭ ব্যক্তির নিহত হওয়ার কথা তুলে ধরা হয়।
এছাড়া, গাজার প্রধান চিকিৎসা কেন্দ্র- আল-শিফা হাসপাতালের প্রবেশ পথে একটি অ্যাম্বুলেন্সে ইসরায়েলি বিমান হামলায় বেশ কয়েকজন হতাহত হওয়ার খবরও ওমানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, আন্তর্জাতিক নীতি, আইন ও চুক্তি লঙ্ঘনের ইসরায়েলি পদক্ষেপ বন্ধ করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সত্যিকারের জাগরণ জরুরি হয়ে পড়েছে।

NAME CHANGE

I, MD RABIUL SK, S/o MD ABDUR RASID SK, residing at Vill. – Uttar Bilandapur, P.O. + P.S. Magrahat, Dist. 24 Pgs (S), Pin no. - 743355 as per Aadhar No. 6499 4737 8731 & Voter ID card no. WB/16/121/495702. That in my Passport vide no. L2037730, there my name has been wrongly written as Mahammad Rabiul Shaikh instead of Md Rabiul Sk. Do hereby solemnly affirmed and declared by affidavit no. 34663 before Ld 1st class Judicial Magistrate, Diamond Harbour, 24 Pgs. (S) on 31.10.2023 That "Mahammad Rabiul Shaikh & Md Rabiul Sk" denotes the same and one identical person.

ভরসা একমাত্র আল্লাহ্

সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমীন মিশন (বালক)

আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন সাহেব

মদিনাবাগ, সেহারাবাজার, পূর্ব বর্ধমান
পঞ্চম হইতে দ্বাদশ কলা ও বিজ্ঞান, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত ও জিডি সার্কেলভুক্ত
মূল অনুপ্রেরক -
পিছিয়ে পড়া সমাজের নয়ন-মনি দানবীর, বাংলার গৌরব আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন সাহেব ও তাঁর মস্তিষ্ক প্রসূত মুসলিম সমাজের গর্ব আলহাজ্ব নুরুল হক (আই.এ.এস) সাহেবের সুযোগ্য নেতৃত্বে সোনার মনিটরিং কমিটি।
অফিসঃ 6294233308/ 7478196702 / 9475244994

আলহাজ্ব নুরুল হক সাহেব

--: মনের কথা :-

আপনার ভালোবাসার সন্তান ও আত্মীয়কে যদি প্রকৃতই ইসলামী ভাবধারায় উচ্চশিক্ষিত, দায়িত্বশীল নাগরিক ও দু' জাহানেরই গর্বের সন্তান তৈরি করতে চান, তবে অবশ্যই আমার মিশন পরিবারে দিতে অনুরোধ জানাই।

আমাদের বৈশিষ্ট্য :- ৪০ বৎসরের উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সভাপতি ও প্রকৃত মানব ও সমাজদরদী আদর্শ শিক্ষক দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী আমার সম্পাদক - এই দুই সদাহাস্যময় ব্যক্তিত্বের প্রত্যহ নজরদারিতে এবং প্রকৃতই ভালোমানের ও ভালো মনের একঝাঁক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রবীণ ও নবীন শিক্ষকদের নজরদারিতে আবির্ভাবেই এ প্রতিষ্ঠান সাড়া জাগিয়েছে। শুধু গণিত, ইংরেজি নয়— সর্ব বিষয়ে নজরদারি। কুরআন শেখা, তালিম, হাদীস ও শরিয়তের অনুশীলন, নামাজ— ঐচ্ছিক নয়, অবিশ্যিক। প্রতি ৩০ জনে ১ জন আরবি শিক্ষক (বর্তমানে ১২ জন— সারা দেশে একমাত্র আমরা), ছোট ছোট গ্রুপ কোচিং। প্রতি শনিবার বাদ ফজর সকল ছাত্রকে সামনে নিয়ে নৈতিক চরিত্র গঠনে ৪৫ মিঃ হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন সম্পাদক সাহেব। অ্যাডমিশন ফিজ ও সীট চার্জ একবার, সেশন চার্জ বছরে ১ বার, খাওয়া পড়ায় মাসে ১ বার এর বাইরে এক পয়সাও নয়। -

স্বপ্ন নয়, গল্প নয়- বিজ্ঞাপনের চমক- ও নয়। ৬০ শতাংশের বেশি ছাত্র দরিদ্র পরিবারের ও নামমাত্র খরচায় পড়াশুনা করা তৃতীয় ও দ্বিতীয় বিভাগের নিম্ন ও কিছু মধ্য মেধার ছাত্র নিয়ে এ অভাবনীয় ফল। মিশনের ভালো মানের ও ভালো মনের শিক্ষকমণ্ডলীর নিরলস মেহনতেরই প্রামাণ্য দলিল। মিশন সাম্রাজ্যের এই প্রতিষ্ঠানই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা ভারতবর্ষের বাইরে আন্তর্জাতিক স্তরে খেলাধূলাতেও (মালয়েশিয়া ও ভুটানে) জাতীয় পতাকা হাতে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেও কাপ জিতেছে।

ফর্ম পাওয়া যাচ্ছেঃ ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ হইতে
মিশন অ্যাডমিশন টেস্টঃ ১২ই নভেম্বর, ২০২৩, রবিবার, বেলা ১২ টায়
ফলাফলঃ ১৯শে নভেম্বর, ২০২৩ (মিশন অফিসে)

ফর্ম পাওয়া যাবেঃ-
- সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমীন মিশন – মদীনাবাগ, সেহারাবাজার, পূর্ব বর্ধমান, মোঃ ৬২৯৭৩০২০৬০, ৯৯৩৩৬৫৫৭৯৯
- মায়া আটাচাকী – রসিকপুর, বর্ধমান। ৯৪৩৪৪৭৩৭৪৪
- ওয়েবেল কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার- কৃষ্ণগঞ্জ, হুগলী, আকতার আলী খান – ৯৯৩২০৬৬১২৯
- সোলাইমানী দাওয়া ও দোওয়া (মুফতি মোক্তার সাহেব) – রসুলপুর স্কুল রোড (চশমার দোকানের উপরে)
- খান সু হাউস – নতুনগ্রাম, ভিকুরডিহি, বাঁকুড়া। এনামুল হক খান, মোঃ- ৯৩৭৮৪৮৮৫৫৭
- সুপার মিল্ক স্টোর্স – মসজিদ মার্কেট, কাটোয়া। মহঃ মনোয়ার হোসেন – ৮৯১৮২৫৩১৯৫
- দীপ ওয়ার্ল্ড লিংক – সালার (পুরাতন বাসষ্ট্যান্ড), মুর্শিদাবাদ, মোঃ- ৯৭৯২৯৭২২২২/ ৭৭৯৭৫৮৮৪১৮

পরীক্ষাকেন্দ্রঃ-
- সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমীন মিশন – মদীনাবাগ, সেহারাবাজার, পূর্ব বর্ধমান, মোঃ ৬২৯৭৩০২০৬০ ৯৯৩৩৬৫৫৭৯৯
- ইকরা মিশন – মোঃ ৬২৯৫১৯৪৫৩৬, কাঁটাগড়িয়া, লোহাপুর, বীরভূম
- সালার ইনফিনিট মিশন – সালার, রেলগেট, মুর্শিদাবাদ মোঃ ৯৭৩২৩০৩০৬৬/ ৭০৭৬৮৮৮৮৯৩
- আমিনা মিশন – কৃষ্ণপুর, চন্দ্রকোণা, পশ্চিম মেদিনীপুর মোঃ ৯৯৩৩৭৯০২৪৪/ ৯৯৩২০৬৬১২৯ (পারভেজ সরকার)

প্রথম নজর

বিএসএফের জনকল্যাণ কর্মসূচি

শামিম মোল্যা ● বসিরহাট

আপনজন: প্রত্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলের হিঙ্গলগঞ্জের মধ্য বরুনহাট এলাকায় ৮৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের উদ্যোগে শনিবার হল সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে এলাকার দুস্থ মানুষদের থালা-বাসন সহ বিভিন্ন ধরনের সাংসারিক জিনিসপত্র দেওয়া হয়। এলাকার বেশ কয়েকটি ক্লাব কর্তৃপক্ষ সহ বিভিন্ন স্কুলের হাতে তুলে দেওয়া হয় বিভিন্ন ধরনের পড়ার ও খেলার সামগ্রী। যেমন ক্যারামবোর্ড, টেবিল, চেয়ার, স্কুলব্যাগ, রঙ পেনসিল সহ বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র। জয়গ্রাম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি স্কুলের পড়ুয়াদের দেওয়া হয় স্কুল ব্যাগ, বই খাতা জ্যামিতি বক্স সহ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা সামগ্রী। এদিন আনুমানিক দুশো জন পড়ুয়াদের হাতে এই শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৮৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের ডেপুটি কমান্ড্যান্ট কে.কে. শর্মা, ডেপুটি কমান্ডেন্ট রবীন্দ্র রান, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট সুনীল কুমার সিং, হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আমিরুল গাজী, বরুনহাট পঞ্চায়েত প্রধান আবুল কালাম গাজী সহ একাধিক বিশিষ্টজনেরা। সীমান্ত রক্ষীদের এমন কাজে সাধুবাদ জানান এলাকাবাসীরা।

রেলে কেটে মৃত্যু হল ইংরেজবাজারে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: রবিবার সাত সকালে রেলে কেটে মৃত্যু হল মালদা ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত হ্যান্টা কালী মন্দির লাগোয়া রেল লাইন এলাকায়।

ঘটনাস্থলে ছুটে আছেন রেল পুলিশ। রেল পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে এদিন সকালে স্থানীয়রা প্রথম দেখতে পায় রেল লাইনের ধারে গলাকাটা অবস্থায় পড়ে রয়েছে এক বৃদ্ধ। তবে এখনো পর্যন্ত বৃদ্ধের নাম পরিচয় কিছু জানা যায়নি। রেল পুলিশ ও স্থানীয়দের অনুমান রেললাইনে গলা দিয়ে আত্মহত্যা করে থাকতে পারে ওই বৃদ্ধ। রেল পুলিশ এসে মৃতদেহ টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। তার নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে রেল পুলিশ।

টেট পাস ছাড়াই সাত বছর ধরে শিক্ষকতার পর চাকরি বাতিল

3		Hasan Biswas	Nurul Haque	Residing at- Gotha, Post Office Chandni Chak Hat, Police StationSuti, District- Murshidabad, Pin-742223.
4		Pratiti Chaudhuri	Late Pankaj Pani Chaudhuri	Residing at 135, Bediapara Lane, Gitanjali Apartment, Flat- 7, 4 No. Gali, South Dumdum, District- North 24 Pargarias,Kolkata- 700077.
5		Sudipta Maity	Harekrishna Maity	Residing at Village- Mahatpur, Post Office- Naranda, Police Station Panskura, District- Purba Medinipur, Pin- 721139.
6		Jayita Bhowmik (Bera)	Pravas Ranjan Bera	Residing at Jogikhope, Post Office- Kakgachia, Police Station Tamluk, District- Purba Medinipur, Pin- 721649.
7		Baisakhi Mukherjee	Ashoke Kumar Mukherjee	Residing at 73 (53/B), Karunamoyee, Devi Road, Post Office- Talpukur Barrachpore, District- 24 Parganas (N), Kolkata- 700123.
8		Snehasis Maji	Ranjan Maji	Residing at Village Bakulda, Post Office- Bakulda, Station- Panskura, District Medinipur, Pin-721139.
9		Sahanaj Khatun	Nurul Haque	Residing at Village- Sahebnagar, Post Office- Anantapur, Police Station Samserganj, District- Murshidabad, Pin- 742202.
10		Momotaj Khatun	Nurul Haque	Residing at Village- Khanpur, Post Office- Chhabghati, Police Station- Suti, District- Murshidabad, Pin- 742201.

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: টেট পাস না করেও সাত বছর ধরে প্রাথমিক স্কুলে চাকুরি করছিলেন। অবশেষে হাইকোর্টের নির্দেশের পর একসঙ্গে ৯৪ জন শিক্ষককে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করল প্রাথমিক শিক্ষক সংসদ। বাতিল হওয়া শিক্ষক দের তালিকায় রয়েছেন মুর্শিদাবাদের সুতি থানায় এলাকার তিন জন শিক্ষক শিক্ষিকা এবং সামসেরগঞ্জ এলাকার একজন শিক্ষিকাও।

চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়া শিক্ষকদের তালিকায় রয়েছেন একই পরিবারের দুই বোন এবং এক ভাই।

প্রকাশিত লিস্ট অনুযায়ী টেট পাস না করেও স্কুলে শিক্ষকতা করার জন্য এবং অবৈধ ভাবে নিয়োগের জন্য বরখাস্ত করা হয়েছে মুর্শিদাবাদের সুতি থানা এলাকার গোঠা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হাসান বিশ্বাসকে। পাশাপাশি বরখাস্ত হয়েছেন ৫৭ নম্বর চান্দ্রপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মমতাজ খাতুন, নয়াগ্রাম এলাকার শিক্ষিকা আহম্মদা খাতুন এবং সামশেরগঞ্জের চাঁদনীদহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শাহানাজ খাতুন।

এদিকে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষ থেকে চাকরি চ্যুত শিক্ষকদের নামের তালিকা প্রকাশিত হতেই কার্যত হৈচৈ সৃষ্টি হয়েছে এলাকাজুড়ে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, সুতি থানা এলাকার চাকুরী বাতিল হওয়া দুই বোন এবং এক ভাই টেট পাস না করেও পারিবারিকভাবে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন। চাকরিচ্যুত ঐ শিক্ষকদের মা সুতি এক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিলেন বলেও জানা গিয়েছে। ফলে স্বাভাবিক কারণেই চাকরির পেছনে রাজনৈতিক যোগ থাকতে পারে বলেও অনুমান বিশিষ্টজনদের।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় সরকারিভাবে ধান কেনা শুরু হয়েছে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: জমি থেকে এখনও আমন ধান সেভাবে ওঠেনি। তবে রাজ্যের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও শুরু হয়েছে সরকারিভাবে ধান কেনা। ফলে স্বভাবতই ব্যস্ততা শুরু কৃষকদের। অন্যদিকে, মরশুম আসার আগেভাগেই এবার ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা খাদ্য দফতর। তবে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে এবার সবদিক থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে জেলার সংশ্লিষ্ট দফতর।

জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এবারে সহায়ক মূল্যে ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ১ লক্ষ ২৭ হাজার মেট্রিকটন জেলা প্রশাসনের তরফে। জেলার আটটি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় মোট ১০২ টি সেন্টার থেকে ধান সংগ্রহ করা হবে। জেলাজুড়ে কয়েক হাজার কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয় করা হবে। বিভিন্ন কিষাণ মান্ডিতে কৃষকরা আসছে নাম নথিভুক্ত করছেন আবার কেউ কার্ড নবিকরণ করছেন।এবছর এক কুইন্টাল ধানের সরকারি সহায়ক মুল্য রয়েছে ২২০০ টাকা রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা জানান, 'আমরা লক্ষ্য করছি এবার ধানক্রয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে কৃষকদের মধ্যে। ইতিমধ্যে রাইস মিলগুলো সঙ্গে আমাদের এক প্রস্থ আলোচনা সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। ১ নম্বর থেকে জেলাজুড়ে ধান কেনা শুরু হয়েছে। এবছর আমাদের জেলা থেকে ধান ক্রয় করবার নূন্যতম লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হয়েছে ১ লক্ষ ২৭ হাজার মেট্রিকটন। রাজ্য সরকারের খাদ্য দপ্তরের তরফে এই লক্ষ্যমাত্রা আমাদের দেয়া হয়েছে। তবে আমরা চেষ্টা করবো আরো বেশি পরিমাণে ক্রয় করবার জন্য।'

বিজয়া সম্মেলন ঘিরে তৃণমূলে ফের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ছায়া খয়রাসোলে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মসূচি অনুযায়ী প্রতিটি ব্লক স্তরে ১ থেকে ১০ তারিখের মধ্যে বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার কথা।সেই মোতাবেক আগামী ১০ই নভেম্বর খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে পাঁচড়া অঞ্চলের পাইগড়া যুব সংঘের মাঠে।এ উপলক্ষে খয়রাসোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব রবিবার খয়রাসোল দলীয় কার্যালয়ে এক বৈঠকে মিলিত হন। সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন সাংসদ শতাব্দী রায়, পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নরেন চক্রবর্তী, বীরভূম জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ, জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি দেবব্রত সাহা বলে দলীয় সূত্রে জানা যায়। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে খয়রাসোল ব্লক তৃণমূল সভাপতি কাঞ্চন অধিকারী ১০ তারিখে বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে খয়রাসোল ব্লক তৃণমূল কার্যালয়ের সামনে বলে ম্যাসেজ করে আমন্ত্রণ জানিয়ে দিয়েছেন। এনিয়ে খয়রাসোল ব্লক তৃণমূলের মধ্যে ফের একবার গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। উল্লেখ্য ব্লক তৃণমূল সভাপতি কাঞ্চন অধিকারীর নেতৃত্ব মানতে নারাজ সেই হিসেবে অপর পক্ষ ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তথা বয়কট ঘোষণা করে।এর জেরে ব্লক সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দেন কিন্তু জেলা নেতৃত্ব তা গ্রহণ না করায় তিনিই ব্লক সভাপতি থেকে যান কাগজে কলমে। উল্লেখ যে, ইতিপূর্বে শতাব্দী রায় ও কাজল শেখের দুটি অনুষ্ঠানে ব্লক তৃণমূল সভাপতি কাঞ্চন অধিকারী অনুপস্থিত ছিলেন। এদিনও ফের অনুপস্থিত ছিলেন কাঞ্চন অধিকারী।

বছর পেরতে না পেরতেই রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে চাপানউতোর

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: পাঁচ বছর আগে তৈরি হয়েছিল রাস্তা এক বছর পরেই রাস্তার বেহাল দশা, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল রাস্তা অভিযোগ স্থানীয়দের, রাস্তা নিয়ে শাসক বিরোধী তরজা । সোনামুখী ব্লকের পূর্ব পাথরহাটি মোড় থেকে অমৃত পাড়া পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা, স্থানীয়দের দাবি এই রাস্তাটি আগে লাল মোরামের রাস্তা ছিল, এলাকার মানুষ বারংবার প্রশাসনের দারস্থ হয়েছিলেন, তারপর বাঁকুড়া জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে রাস্তাটি পিচের তৈরি করে দেয়া হয় আজ থেকে পাঁচ বছর আগে ।

অভিযোগ রাস্তা তৈরীর সময় স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ তুলেছিলেন নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরি হচ্ছে। প্রভাবশালী নেতাদের দম্ভে চুপ থাকতে হয় সাধারণ মানুষকে। কিন্তু রাস্তাটি এক বছর ভালোভাবে চলার পর বেহাল হয়ে পড়ে, রাস্তার পরিস্থিতি হয় কঙ্কাল সার অবস্থা । রাস্তার উপর বড় বড় পাথর বেরিয়েছে , কোথাও বা বিশাল গর্ত। বেহাল রাস্তার দশা স্থানীয় প্রশাসনকে

বারংবার জানানো হয়, তবুও রাস্তার দিকে নজর দেয়নি প্রশাসন । অগত্যার গতি জীবনের ঝুঁকি নিয়েই নিত্য দিনের যাতায়াত ১০ থেকে ১২ টি গ্রামের মানুষজনের । এমনকি স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে মুমূর্ষ রোগীর সোনামুখী, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া হাসপাতালে যাবার একমাত্র রাস্তা এটি । পুনরায় কবে হবে এই রাস্তা ? সেই আশায় বুক বেঁধেছে হাজার হাজার মানুষ ।

রাস্তা নিয়ে সাধারণ মানুষের রাতের ঘুম উড়েছে অন্যদিকে শাসক বিরোধী তরজা তো লেগেই রয়েছে। সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামী জানান , বিধায়ক কাজ করতে গেলে তাদের ফান্ডের টাকা আটকে দেওয়া হচ্ছে , তৃণমূলের নেতারা শুধু কাঠ মানি নিচ্ছে , তবে আগামী দিনে রাস্তা নিয়ে আমরা আন্দোলনে নামবো এবং বিষয়টি বিধানসভায় তোলা হবে জানান তিনি ।

অন্যদিকে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সদস্য দেবাশীষ ঘোষ রাস্তা নিয়ে ওঠা সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করে নিয়ে বলেন , ৬ বছর ধরে এই রাস্তা কোন সংস্কার হয়নি এবং রাস্তার ওপর প্রচুর চাপ রয়েছে এমনকি রাস্তার গুণগত মানও ঠিক

'বাসভূমি'র অনুষ্ঠানে চাঁদের হাট

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: তুমুল করতালির সাথে অগণিত সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান তাপসদের উপস্থিতিতে রবিবার বহরমপুর রবীন্দ্রসদন মঞ্চে মুর্শিদাবাদ কলকাতা বাঁকুড়া মালদহ নদিয়া বীরভূম পূর্ব বর্ধমান জেলা সহ অসম ছত্তিশগড় ঝাড়খণ্ড রাজ্যের জ্ঞানীগুণী গবেষক ও বিদগ্ধ পত্রিকা সম্পাদকদের হাতে তুলে দেওয়া হল "সিসিএআই বাসভূমি জীবনকৃতি পুরস্কার", "বাসভূমি সাহিত্য সম্মাননা" ও "বাসভূমি সেরা বাংলা লিটিল ম্যাগাজিন সম্মাননা"। এই নিয়ে ষোলোবছর হয়ে গেল বাসভূমি পত্রিকা সম্পাদক অরূপ চন্দ্র'র উদ্যোগে প্রদত্ত এই পুরস্কার ও সম্মাননা অনুষ্ঠান।

২০২৩-সালের সিসিএআই-বাসভূমি জীবনকৃতি পুরস্কার" পেলেন পুরাতত্ত্ব গবেষক গোপাল লাহা (মালদহ), ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি গবেষক ড. স্বপন ঠাকুর (পূর্ব বর্ধমান), ইতিহাস গবেষক মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল (নদিয়া)। "বাসভূমি সাহিত্য সম্মাননা" পেলেন বাঁকুড়ার প্রতিবাদী কবি বিষাণ রুদ্র, নদী ও মৎস্য বিজ্ঞানী ড. সূর্যেন্দু দে (মুর্শিদাবাদ), ও তৃতীয় ধারার ব্যাতিক্রমী নাট্যপরিচালক বহরমপুরের দীপক বিশ্বাস।

বাসভূমি "সেরা বাংলা লিটিল ম্যাগাজিন" সম্মাননা পেলেন 'নতুন গতি' পত্রিকা, যার সম্পাদক এমদাদুল হক নূর (কলকাতা); অসমের হাইলাকান্দি থেকে প্রকাশিত পত্রিকা "প্রবাহ", সম্পাদক আশিসরঞ্জন নাথ; জিয়াগঞ্জ মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত

পত্রিকা "অনুভব", সম্পাদক সমীর ঘোষ; মধ্যভারতের ছত্তিশগড় রাজ্যের ভিলাই থেকে প্রকাশিত পত্রিকা "মধ্যবলয়", সম্পাদক দুলাল সমাদ্দার; আর রাঁচি থেকে প্রকাশিত পত্রিকা "প্রৈতি", তবে প্রৈতি সম্পাদক ড. গৌতম মুখোপাধ্যায় বিশেষ অসুবিধার কারণে সভায় উপস্থিত হতে পারেননি।

বাসভূমি ৪৪বর্ষ সংখ্যা প্রকাশ হয় রাজ্যের বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী খাজিম আহমেদ, কবি ও কবিতাকোণ সম্পাদক তপন ভট্টাচার্য ও বিশিষ্ট কবি নিখিল সরকার ও সন্দীপ বিশ্বাসে এবং "উদার আকাশ" পত্রিকার তরুণ সম্পাদক ফারুক আহমেদের হাত ধরে।

খাজিম আহমেদ ও কবি নিখিল সরকার উভয়েই বাসভূমির সমাজ আর্থ-রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিকোণের প্রেক্ষিতকে প্রশংসা করেন। কবিতা পাঠ করেন কলকাতার নতুনগতি পত্রিকার সহসম্পাদিকা মনিরা খাতুন, মুর্শিদাবাদ জেলার তরুণ কবি এম এ ওহাব, নুরুল হাসান এবং প্রবীণ কবি আবদুস সালাম এবং ভিলাই ছত্তিশগড় থেকে আগত কবি পল্লব চট্টোপাধ্যায়।

দুরন্ত সংগীত পরিবেশন করেন নবম শ্রেণির বালিকা কোয়েলিয়া দত্ত– ওল্ডম্যান রিভার। তিন খ্যাতিমান বাচিকশিল্পী অনিন্দিতা দেব ঘোষ, মধুমিতা গাঙ্গুলী ও রাখি বিশ্বাস তাঁদের সমাজ সচেতন কবিতায় দর্শকদের অভিভূত করে তোলেন।

ঠিক সকাল এগারোটায় অনুষ্ঠান শুরু হয় নাজিম হিকমতের কবিতা অবলম্বনে গান "পল রবসন ওরা চায় না" দিয়ে, যাতে অংশগ্রহণ করে স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা, পরিচালনা করেন ওফেলিয়া চন্দ্র দত্ত। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপিকা দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তী। সভাপতি কবি ও পুরাতত্ত্বিক শম্ভুনাথ ভট্টাচার্যের সমাপ্তিভাষণের মধ্য দিয়ে বেলা দুটো দশে এই অভূতপূর্ব পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান শেষ হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠান একা হাতে সঞ্চালনা করেন পুরস্কারের উদ্যোক্তা তথা ১৯৮০ থেকে প্রকাশিত হওয়া বাসভূমি পত্রিকা'র সম্পাদক ৭৩ বছরের তরুণ কবি অরূপ চন্দ্র। পাশে থেকে সব ব্যবস্থাপনা সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন সাহিত্য সংস্কৃতিকর্মী অরিন্দম চন্দ্র।

বানারহাটের বামেদের ইনসাফ যাত্রা

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: ডিওয়াইএফআই এর রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখার্জি নেতৃত্বে ধামশা মাদলের তালে চলছে ইনসাফ যাত্রা। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলা থেকে তার যাত্রা শুরু হয়েছিলো। আজ তৃতীয় দিনে পড়লো ডিওয়াইএফআই এর ইনসাফ যাত্রা।

রবিবার জলপাইগুড়ি জেলার বানাহাটের চা বলয়ে, ইনসাফ যাত্রায় পায়ে পা মেলালো প্রচুর কর্মী ও সমর্থক।

আলিপুরদুয়ার থেকে ডিওয়াইএফআই এর রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখার্জি সহ অন্যান্য রাজ্য এবং জেলা নেতৃত্বরা পায়ে হেঁটে ফালাকাটা হয়ে রাতে জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাটে পৌঁছোয়, বেকার যুবক যুবতীদের কাজের দাবী, রেশন দুর্নীতি, শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি, দুর্নীতি মুক্ত নিয়োগ, কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দাম সহ সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে জোট বদ্ধ হতে কোচবিহার থেকে কলকাতা পর্যন্ত আয়োজিত করা হয়েছে এই ইনসাফ যাত্রা।

ইনসাফ যাত্রার তৃতীয় দিনে অর্থাৎ রবিবার জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের চা বাগান এলাকায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিল্পীদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইনসাফ যাত্রা শুরু হয়। এরপর জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি ব্লকে প্রবেশ করে। ধূপগুড়ি শহরের ফালাকাটা বাস স্ট্যান্ডে একটি সভা করেন মীনাক্ষী। এরপর ময়নাগুড়ি হয়ে রাতের দিকে জলপাইগুড়ি শহরে প্রবেশ করবে।

সোমবার সকাল নয়টায় শহরের সমাজ পাড়া থেকে পুনরায় এই যাত্রা শুরু করে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বাহাদুর অঞ্চলের দিকে এগিয়ে যাবে এবং ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা কুকুরজান হয়ে সন্ন্যাসীকাটায় একটি সভায় অংশ নেবে ইনসাফ যাত্রায় অংশগ্রহণকারী ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখার্জি সহ রাজ্য এবং জেলা নেতৃত্ব।

বিএলও'দের কাছে হঠাৎ আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কেশপুর

আপনজন: শুরু হয়েছে ভোটার তালিকায় সংশোধনের কাজ। রবিবার বিশেষ প্রচারের দিনে বুথ লেভেল আধিকারিক অর্থাৎ বি এল ও-দের কাজ দেখতে কেশপুরের বিভিন্ন বুথে সারপ্রাইজ ভিজিট করলো আধিকারিকরা। রবিবার দুপুর নাগাদ কেশপুরের বিভিন্ন বুথে জেলার ডিপিআরডিও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, জয়েন্ট বিডিও প্রসেনজিৎ দে, সুপারভাইজার সেখ আব্দুল মাজেদ সহ অন্যান্যরা পরিদর্শন করে বুথ লেভেল আধিকারিকদের কাজের পর্যালোচনা করেন এবং সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, ১ লা নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ। নভেম্বর ও ডিসেম্বর জুড়ে তালিকা সংশোধনের কাজ চলবে। ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতি শনি ও রবিবার বিশেষ ক্যাম্প করা হবে। তবে কালীপুজো, দেওয়ালি ও ছট পুজোর জন্য ১১, ১২ এবং ১৯ নভেম্বর ক্যাম্প করা হচ্ছে না। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ৫ জানুয়ারি।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে পথসভা

নুরুল ইসলাম খান ● বারাসত

আপনজন: শনিবার উত্তর চব্বিশ পরগনার সদর শহর বারাসাতের কাজীপাড়ার জগদিঘাটা বাজারে উলামা ও আইম্মা সংগঠনের ডাকে ইজরায়েলের নির্মম হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনের মানুষের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করার জন্য একটি বড় আকারের প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।এই সভায় বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃস্থানীয় বক্তাগণ বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য রাখেন ঐকতান মিল্লী ইত্তিহাদ মজলিসের আহ্বায়ক মাওলানা আমিনুল আম্বিয়া, জমিয়াতে উলামায়ে হিন্দের রাজ্য সম্পাদক মাওলানা আব্দুস সালাম,বারাসাত কাজীপাড়া বড় মসজিদের ইমাম মাওলানা নুরুল হক, জমিয়তেরজেলা সম্পাদক মাওলানা আরিফ রেজা। সীরাত সংগঠনের সম্পাদক আবু সিদ্দিক খান, ইউ এস এফ সংগঠনের সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম। এছাড়াও আয়োজক সংগঠনের মুফতি মিসবাহ উদ্দিন। বক্তারা আমেরিকা এবং ব্রিটেনের দ্বিচারী ভূমিকার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং যুদ্ধ বন্ধের আহবান জানান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অবৈধ বাড়ি নির্মিত হচ্ছে ইলামবাজারে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ইলামবাজার ব্লকে নানাশোল গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে বৈদ্যুতিক হাই টেনশন এর নিচে অবৈধভাবে বাড়ি নির্মিত হচ্ছে। এই নির্মাণ প্রকল্পের একজন শ্রমিক গুরুতর আহত তিনি দুর্গাপুর মিশন হসপিটালে ভর্তি। বৈদ্যুতিক হাই টেনশন বৈদ্যুতিক তড়িৎ আঘাতে আহত হন একজন শ্রমিক। তা সত্বেও অবৈধভাবে নির্মাণ কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। কিভাবে বিদ্যুৎ তারের নিচে বাড়ি তৈরি হয় এটাই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগের সত্বেও অবৈধ নির্মাণ কাজ চলছে।

সাংবাদিকরা সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে কাজ বন্ধ করে পালিয়ে যায়। সংবাদ মাধ্যমের সামনে কেউ আসতে রাজি নন। স্থানীয় সূত্রের খবর শাসক দলের পরিচালনায় এই অবৈধ বাড়ি নির্মাণে কাজ চলছে। সাংবাদিকদের সামনে শাসক দলের নেতারা বিষয়টি এড়িয়ে যান।

যুব তৃণমূলের সাংগঠনিক সভা জলঙ্গিতে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতির উদ্যোগে সাংগঠনিক কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হলো জলঙ্গি পঞ্চায়েত অফিস প্রাঙ্গনে রবিবার।

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্লক যুব সভাপতি মোশারফ হোসেন লিলুয়া, সংখ্যালঘু সভাপতি মিরাজুল শেখ মিনা সহ অঞ্চল যুব সভাপতি ও কর্মী সমর্থকরা। মূলত এদিন আগামী ২৪ শের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কর্মীদের নিয়ে সাংগঠনিক আলোচনা করা হয় বলে জানান ব্লক যুব সভাপতি দক্ষিণ জোনের মোশারফ হোসেন। তিনি আরও বলেন আগামীতে যেন তৃণমূল কংগ্রেসের যে সমস্ত লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হবেন তাদের জয়ী করার অঙ্গীকার নেওয়া হচ্ছে এখন থেকে।

তিনি আরও বলেন ২০১১ সালে যেভাবে বাংলা থেকে বাম শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল সেইভাবে আগামী ২৪ সালে দিল্লির মসনদ থেকে নামিয়ে দিবে বিজেপির সরকার কে। তার লক্ষে এদিনের কর্মী সভা করা হয়।

জেটিঘাটের নদীবাঁধে ধস, পর্যটকহীন ঝড়খালি

মাফরুজা খাতুন ● ঝড়খালি

আপনজন: নদীবাঁধে বড়সড় ধস নামায় মহাবিপাকে পড়েছে সুন্দরবনের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র ঝড়খালি।বর্তমানে পর্যটক শূণ্য।যে সমস্ত পর্যটকরা আসছে তাঁরা সেখানে থেকে সুন্দরবন যেতে না পারায় ফিরে যাচ্ছেন।স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে সুন্দরবনের অন্যতম ঝড়খালি পর্যটন কেন্দ্রে । প্রতি বছরই লক্ষ লক্ষ পর্যটকরা ঝড়খালিতে ভ্রমণ করতে আসেন। পাশাপাশি ঝড়খালি হয়ে জলযান যোগের মাধ্যমে সুন্দরবন ভ্রমণ করেন। বর্তমানে ঝড়খালির সেই অন্যতম জেটিঘাট নদীগর্ভে বিলীন হতে বসেছে। গত শুক্রবার থেকে আচমকা হেড়োভাঙা নদীর জলের দাপটে জেটিঘাট সংলগ্ন এলাকার নদীবাঁধে ধস নেমেছে। ইতিমধ্যে বেশকিছু দোকান ও একটি মন্দির গ্রাস করে নিয়েছে হেড়োভাঙা নদী।এমন ঘটনায় আতঙ্কিত স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।যে কোন মুহূর্তে আরো বড় ধরনের ভাঙন হতে পারে। সেই আশাঙ্কায় অন্যান্য ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসার জিনিসপত্র সহ দোকান ঘর ভেঙে অন্যত্র সরে যাচ্ছেন।বিপদ এড়াতে প্রশাসনের তরফে ভাঙন এলাকায় পর্যটক ও সাধারণ মানুষদের কে নিষেধ করে যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে জেসিবি দিয়ে ভাঙন এলাকায় মাটি ফেলার কাজ চলছে।

প্রথম নজর

কেন্দ্রের নিন্দায় সরব পুরুলিয়ার তৃণমূল

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলন করলো তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার দুপুরে পুরুলিয়া জেলার আড়শা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির তরফে হয় এই সম্মেলনটি। আড়শা ব্লকের সিরকাবাদ এর একটি সরকারি রিসোর্ট এ সাংবাদিক সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ছিলেন পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি সুযেন মাঝি, জেলা তৃণমূলের সম্পাদক নিত্যানন্দ গোস্বামী, আড়শা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বিদ্যাধর মাহাতো, আড়শা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিশ্বরূপ মাঝি সহ ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব। সম্মেলনে তৃণমূল নেতারা বলেন, ভারতবর্ষ একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক সংসদীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে শাসিত একটি দেশ। দেশে ২৮ টি রাজ্য এবং ৮ টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে কাজ করে। কিন্তু বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রের নানান প্রকল্প থেকে পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত করেছে। এমনকি ইডি এবং সিবিআই কে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী ও তৃণমূলের নেতাদের হেনস্থা করছে। সব থেকে বড়ো দুঃখের বিষয় এই রাজ্যের গরীব মানুষের উপর আইন অমান্য করছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাদের হকের টাকা মেহনতির টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। তবে এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন ও লড়াই চলবে। পাশাপাশি একের পর এক তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীদের ষড়যন্ত্র করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দলের হেপাজতে রাখার ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

রাজ্যের মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক-শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষ পরিকল্পনা ‘অল-ইন্ডিয়া সুন্নাত অল জামায়াতে’র

এম মেহেদী সানি ● বাদুড়িয়া

আপনজন: সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের শিক্ষা মানচিত্রে সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তরণের পথ দেখাতে অগ্রণী ভূমিকা রাখা ‘অল-ইন্ডিয়া সুন্নাত অল জামায়াতে’র সর্বভারতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বাদুড়িয়ায়। জানা গিয়েছে, ১৯৮৩ সালে মরহুম হাফেজ শামসুর রহমানের হাত ধরে বাদুড়িয়া ব্লক সুন্নাত অল জামায়াত নামে প্রতিষ্ঠিত সংগঠন বর্তমানে ‘অল ইন্ডিয়া সুন্নাত অল জামায়াত’ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সংগঠনটির বর্তমান সভাপতি জামিয়া রাহমানিয়া-র প্রধান পরিচালক শাইখুল হাদিস, মুফতি আব্দুল কাইয়ুম এবং সাধারন সম্পাদক মুফতি আব্দুল মাতিনের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে সংখ্যালঘু শিক্ষার মানোন্নয়নে এবং সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের ইসলামিক এবং আধুনিক শিক্ষা দিয়ে উত্তরনের পথ দেখাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে সংখ্যালঘুদের সামগ্রী উন্নয়নে ‘ভিশন ২০৩০’ শীর্ষক কর্মসূচিকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত আয়োজিত সর্বভারতীয় কনভেনশন আলেম-উলামা সহ বিশিষ্ট জনের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এ দিন ‘অল ইন্ডিয়া সুন্নাত অল জামায়াতে’র সাধারণ সম্পাদক মুফতি আব্দুল মাতিন সংগঠনের বিগত দিনের শিক্ষা ও সমাজসেবা মূলক কাজের সফলতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন । উপস্থিত ছিলেন জামিয়া রহমানিয়ার ডিরেক্টর ও সংগঠনের সভাপতি মুফতী আব্দুল কাইউম, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী, জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ বুরহানুল মোকাদ্দিম (লিটন), প্রাক্তন বিধায়ক ডা: মোত্তর্জা হোসেন, কামারুজ্জামান, অধ্যাপক আলোক চক্রবর্তী, বিজয় উপাধ্যায়, সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস, ছোটন দাশ, ড. মুস্তফা আব্দুল কাইউম, আবু সিদ্দিক খান প্রমুখ। আর্থ-সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজকে মুক্তির দিশা দেখাতে ওই সংগঠন কার্যকলাপের ভূয়সী প্রশংসা করেন সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। সর্বভারতীয় কনভেনশন থেকে ‘ভিশন ২০৩০’ নামে একটি প্রকল্প ঘোষণা করেন ‘অল-ইন্ডিয়া সুন্নাত অল জামায়াত’ কর্তৃপক্ষ। ওই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ১৫ দফা কর্মসূচির মধ্যে একাধিক বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় মুসলিম সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার উন্নতির জন্য ইসলামী শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় রেখে কমপক্ষে একটি করে গুণগত মান সম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা প্রদানের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ২০০০ মক্তব প্রতিষ্ঠা করা। পশ্চিমবাংলার কোনো মুসলমান যেন “কুরআন” শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না থাকে । মুসলিম জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে মাধ্যশিক্ষা, উচ্চশিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র ও গবেষণাগার স্থাপন করা ও ‘কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার’ তৈরি করা। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আধুনিক মানসম্মত কমপক্ষে পাঁচটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, একটি নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার তৈরি করা, ডব্লিউ. বি.সি.এস, ইউ.পি.এস.সি সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অন্যান্য চাকরির পরীক্ষার আবাসিক ও অনাবাসিক কোচিং এর ব্যবস্থা করা। প্রতিটি মাদ্রাসায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, মাদ্রাসার শিক্ষকদের বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা ও উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনের লক্ষ্যে অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা ‘কেরিয়ার কাউন্সেলিং’, সুদ বিহীন ইসলামী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

যুবতী হত্যায় অভিযুক্ত গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ধুলিয়ান গঙ্গা রেল স্টেশন সংলগ্ন পুকুর থেকে যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ২৪ ঘন্টার মধ্যেই মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। শনিবারই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত ওই যুবকের নাম কারিমুল হক। তার বাড়ি সামশেরগঞ্জ থানার কামাত এলাকায়। রবিবার ধৃত যুবককে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজত চেয়ে জঙ্গিপুর আদালতে পাঠায় পুলিশ। উল্লেখ করা যেতে পারে, শনিবার সকালে সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ান গঙ্গা রেল স্টেশন সংলগ্ন পুকুর থেকে পাতাসি খাতুন নামে এক যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। দেহ উদ্ধারের ঘটনায় তদন্তে নামে পুলিশ। ঠিক তার পরেই মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয় মূল অভিযুক্ত কারিমুল হককে। এদিকে দেহ উদ্ধারের মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করায় পুলিশের প্রশংসা করেছেন সাধারণ মানুষ।

অসুস্থ কংগ্রেস নেতার বাড়িতে মন্ত্রী স্বপন

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: কংগ্রেস আমলের এক সময়ে দাপুটে নেতা বর্ধমান শহরের ইমদাদ আলী। যার নেতৃত্বে পরিচালিত হতো বর্ধমান কংগ্রেস । যাকে চিনতেন ইন্দিরা গান্ধী থেকে প্রণব মুখার্জি। বয়সের ভারে বেরোতে পারেন না বাড়ি থেকে। এক প্রকার গৃহবন্দি হয়ে আছেন। এই সময়ের রাজনীতিতে রাজনৈতিক সৌজন্য যখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ঠিক সেই সময় অসুস্থ কংগ্রেস নেতাকে দেখতে বাড়িতে গেলেন তৃণমূলের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। পুরোনো সহ কর্মীকে দেখে খুশি কংগ্রেস নেতা ইমদাদ আলী। জানা গেছে বার্ধক্য জনিত কারণে বেশ কয়েকদিন ধরে অসুস্থ আছেন কংগ্রেস নেতা ইমদাদ আলী।পুরনো সহকর্মীর অসুস্থতার খবর পয়ে শুক্রবার বর্ধমান শহরে ইমদাদ আলীর বাড়িতে যান রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক উজ্জ্বল প্রমানিক ও ১৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ইন্তেখাব আলম।প্রবীন কংগ্রেস নেতা ইমদাদ আলী দীর্ঘদিন ধরে প্রদেশ কংগ্রেসের সাথে যুক্ত ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী,প্রনব মুখার্জির সাথে নানা মিছিল মিটিংএ উপস্থিত ছিলেন তিনি।প্রবীন নেতা কংগ্রেস আমলে আই এন টি ইউ সি জেলা সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন। ইমদাদ আলীর নেতৃত্বে কংগ্রেস করেছিলেন বলে অকপটে স্বীকার করলেন বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। তবে ১৯৯৮ সালে কংগ্রেস থেকে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে তৃণমূলে যোগদান করেন স্বপন দেবনাথ। কংগ্রেসের প্রতি ভালোবাসা থাকার কারণে কংগ্রেস ছেড়ে অন্য কোনো দলে যোগদান করেননি ইমদাদ আলী।

ইসরাইলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এসইউসির

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● মুরারই

আপনজন: ফিলিস্তিনের উপর ইসরাইলের হামলা বন্ধ করার দাবিতে এস ইউ সি আই কমিউনিস্ট দলের যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ওর পক্ষ থেকে করা হলো বিক্ষোভ মিছিল। রবিবার বিকেলে বিক্ষোভ মিছিলটি করা হয় মুরারই কলেজ মোড় থেকে ভাদীশ্বর বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অঞ্জন মুখার্জী, জেলা সম্পাদক সেমিম আক্তার , জেলা সভাপতি হেমন্ত রবিদাস সহ অন্যান্য নেতা কর্মীরা।বিক্ষোভ সভায় রাজ্য সভাপতি অঞ্জন মুখার্জি বলেন আমেরিকার মদতে ইসরায়েল যেভাবে সশস্ত্র বর্বরতা চালিয়ে হাজার হাজার শিশু নারী সহ সাধারণ মানুষকে হত্যা করছে তাকে নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের নেই। দেশের কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে ইসরাইলকে সমর্থন করছে তাকেও আমরা ধিক্কার জানাই। আমরা চাই অবিলম্বে ইসরাইলের এই আক্রমণ বন্ধ হোক।
সারা বিশ্ব ব্যাপী শান্তি কামি মানুষের কাছে আমাদের আবেদন যুদ্ধ বাজ আমেরিকা ও ইসরাইলের এই বর্বর রচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে জঙ্গি শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয় এস ইউ সি আইয়ের এই মিছিলে।

দুয়ারে পরিষেবার প্রদানে অঙ্গীকায় বিজয়া অনুষ্ঠানে

মনিরুজ্জামান ● বসিরহাট

আপনজন: দুর্গাপুজোর পর ২ নভেম্বর থেকে ১০ নভেম্বর রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এই বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করছে তৃণমূল কংগ্রেস। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ৮২টি বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। রবিবার বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার বসিরহাট -২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। তাতে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সরোজ ব্যানার্জি বলেন, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে প্রকল্প চালু আছে তা বিরল। এই প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিতে সারা বছর তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাবে। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স টিচার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি তথা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বলেন, বসিরহাটের মাটি সম্প্রীতির ঘাঁটি। এখানে সর্বধর্ম সমন্বয়ের যে মেলবন্ধন স্থাপিত আছে তা কোনভাবেই বিজেপি ভাঙতে পারবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যজুড়ে যে বিজয়ী সম্মিলনী করছেন তৃণমূল কর্মীরা সেটা অন্য কোথাও দেখা যায় না। ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার পরবর্তী লক্ষ্য সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তৃণমূল স্তরে নেমে সাধারণ মানুষের পরিষেবা প্রদানে জনপ্রতিনিধিরা দায়বদ্ধ বলে তিনি জানান। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য এটিএম আবদুল্লাহ, কৌশিক বাবু, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সৌমেন মন্ডল, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মিহির ঘোষ, জেলা পরিষদ সদস্য লক্ষ্মীরজক বিশ্বাস,ফারা দিবা,সমীর বাছার, রুপা ঘোষ প্রমুখ।

শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ট্রেন চলাচলে ভোগান্তি

ওবায়দুল্লা লস্কর ● ডায়মন্ডহারবার

আপনজন: সপ্তাহ শেষে ছুটির দিনে আবারো ভোগান্তির মুখে পড়লো নিত্যযাত্রীরা। ট্রেন বন্ধ থাকার কারণে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ল আপ ও ডাউন ডায়মন্ড হারবার শিয়ালদা লোকাল। ট্রেন বন্ধ থাকার কারণে চরম ভোগান্তির মুখে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। রেল সূত্রে খবর, রবিবার বিকেল ৩ নাগাদ শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার বারুইপুর ও সোনারপুর স্টেশনে আচমকাই ছিঁড়ে পড়ে ওভারহেড তার। বন্ধ হয়ে যায় ট্রেন চলাচল। ফলে আপ ও ডাউন লাইনে বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রেনগুলি। রেলের আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেন। ওভারহেড তার মেরামতি করার পর ট্রেন চালু হয়। এই বিষয় ডায়মন্ড হারবারের এক বাসিন্দা ও নিত্যযাত্রী অরিন্দম ঘোষ তিনি জানান, সপ্তাহের শেষ দিনে ট্রন বন্ধ হওয়ায় কারণের চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছি আমরা। সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছে।

ব্রতচারী সমিতির বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● রাজারহাট

আপনজন: উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার রাজারহাট আঞ্চলিক ব্রতচারী সমিতির ৪৬ তম বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠিত হল। পাশাপাশি এদিন ৩৮ তম বার্ষিক “ব্রচারী দর্পণ” পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। বসিনায় রাজারহাট আঞ্চলিক ব্রতচারী সমিতির কার্যালয় কক্ষে এদিনের কর্মসূচি আয়োজিত হয়। এদিন বক্তব্য রাখেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, রণজিৎ কুমার মন্ডল, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী রফিকুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব পার্থ ঘোষ প্রমুখ। সভা সঞ্চালনা করেন সমিতির সচীব সঞ্জু কর্মকার। সভায় কবিতা পাঠ করেন বিনায়ক ঘোষ, শংকর ঘোষ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন ইন্দ্রাণী সাহা, শাশ্বতী দাস প্রমুখ। এদিন উপস্থিত সকলের হাতে সমিতির বার্ষিক পত্রিকা তুলে দেন সদস্যরা।

ডোমকলে ফ্রি চিকিৎসা শিবিরে পরিষেবা মিলল বাংলাদেশের রোগীদেরও

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: শহরের মধ্যে বড়ধরনের ফ্রি হার্টের চিকিৎসা হয়ে গেল মুর্শিদাবাদের ডোমকলে। শুধু হার্ট নয় চক্ষু পরিক্ষা শিবিরও হয়। আর এই চিকিৎসা নিতে হাজির হয়েছিলেন সাড়ে চারশোর ও বেশী রোগীরা। তারই মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ থেকে আসা এক মহিলা। তিনি হার্টের চিকিৎসা করাতে নিয়ম মেনে ভারতে প্রবেশ করে ডোমকলে আসেন। এবং ফ্রিতে হার্টের চিকিৎসা করান। পাশাপশি ডোমকলের আশেপাশের মানুষজন ছাড়াও বাইরের রোগীরা পৌঁছিয়ে যান শিবিরে। মুর্শিদাবাদের ডোমকলের স্পোর্টিং ক্লাবে ইচ্ছা ফাউন্ডেশন নামক একটি সংস্থার উদ্যোগে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ডোমকল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সেখ সামসুদ্দিন, মহকুমা খাদ্য নিয়ামক আধিকারিক মোঃ মুশির আহম্মেদ, ডোমকল থানার আইসি জোতির্ময় বাগচি সহ বিশিষ্টজনেরা। এই শিবির সকাল দশটা থেকে শুরু হলে ভিড় বাড়তে থাকে রোগীর। হার্টের চিকিৎসা থেকে স্বাস্থ, চক্ষু পরিক্ষা চলে।বেলা শেষে সাড়ে চারশোর বেশী রোগীর চিকিৎসা করেন চিকিৎসকেরা। হার্টের চিকিৎসক ছিলেন কলকাতার নামিদামী বিএমবিড়লা হাসপাতালের হার্ট সার্জেন আমানুল হক। তিনি হার্ট চিকিৎসার পাশাপাশি হার্টকে সুস্থ রাখার টিপস ও দেন রোগীদের। তবে বাংলাদেশ থেকে হার্টের চিকিৎসা ফ্রিতে পাবেন ভাবতে পারেননি। চিকিৎসা পেয়ে খুশি হয়েছেন বাংলাদেশ থেকে আসা রোগীরা।
খুশি হয়েছেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক আতাউর রহমান।
জানাগেছে, বিগত তিনমাস আগে ইচ্ছা ফাউন্ডেশনের সূচনা হয়। তারিই মধ্যে চারটি ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প করা হয়। সাধারন মানুষদের মুখের দিকে তাকিয়ে এই উদ্যোগ বলে জানান খোদ সদস্যরাই।

জয়া সম্মিলনী আমতায়

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: হাওড়া গ্রামীণ জেলার উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজনে রবিবার আমতা মিলন মন্দির প্রাঙ্গণে দলের বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠিত হয়।বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পূর্ত,জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়।মন্ত্রী ছাড়াও সঙ্গে ছিলেন,উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সাজদা আহমেদ,স্থানীয় বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি,হাওড়া জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য,হাওড়া গ্রামীণ জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশিস ব্যানার্জি,হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বিমল দাস,আমতা-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়শ্রী বাগ,আমতা-১পঞ্চায়েত সমিতির দুই কর্মাধ্যক্ষ শুভজিৎ সাহা ও তুষারকর সিনহা সহ তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতৃবৃন্দ।

বাউড়িয়ায় এসআইও-র জেলা সম্মেলন হল

সেখ লিয়াকত হোসেন ● হাওড়া

আপনজন: ছাত্র সংগঠন এসআইও-র হাওড়া জেলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল রবিবার বাউড়িয়ার কেঁয়ুয়া পুলে! সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিগত ১৫ দিন ব্যাপী “তোমরা সত্যের ওপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হও ইনসাফের সাক্ষ্য দাতা হয়ে যাও। “ শীর্ষক একটি ক্যাম্পেন পরিচালনা করে। রবিবার এই ক্যাম্পেনের শেষ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি রামিজ ই,কে,-র উপস্থিতিতে। তিনি তাঁর বক্তব্য দেশকে আদর্শ ছাত্র সমাজ উপহার দেওয়ার লক্ষেই এস, আই,ও, কাজ করছে বলে জানান। বিভিন্ন ক্যাম্পাসে ছাত্র হত্যার ঘটনার নিন্দা করেন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই মানুষ জালিমের অত্যাচারের শিকার হয়, এসআইও তার প্রতিবাদ করে। জামাআতে ইসলামি হিন্দের রাজ্য সভাপতি মশিহুর রহমান তাঁর বক্তব্যে দেশের বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহ নিকট জবাবদিহির চেতনা নেই বলে হয়। এস, আই,ও, সৎ,চরিত্রবান ছাত্র দেশকে উপহার দিয়ে দেশকে দূর্নীতি মুক্ত করতে চায়।
এছাড়া বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক আব্দুল ওয়াকিল, রাজ্য ক্যাম্পাস সম্পাদক এহসানুর রহমান,রাজ্য সভাপতি এস,মামুন, জেলা সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জামায়াতের সাবেক রাজ্য সভাপতি রহমত আলি খাঁন, জেলা নাজিম নূর আহম্মদ মোল্লা প্রমূখ। এসআইওর অভিযোগ, পুলিশ প্যান্ডেল নিয়ে আপত্তি জানায়। আবশেষে ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা না বলার শর্তে অনুমতি মেলে।

ডায়মন্ডের রবীন্দ্র ভবনে বিজয়া সম্মিলনী

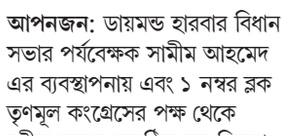

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: ডায়মন্ড হারবার বিধান সভার পর্যবেক্ষক সামীম আহমেদ এর ব্যবস্থাপনায় এবং ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত হল বিজয়া সম্মেলন। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী মনমোহিনী বিশ্বাস, ডায়মন্ড হারবার ১নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গৌতম অধিকারী, ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অরুময় গায়েন,পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রণব কুমার দাস, টাউন যুব সভাপতি সৌমেন তরফদার, সহ ১নম্বর ব্লকের সকল পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের সদস্য সদস্যা,প্রধান উপপ্রধান প্রমুখ। রবিবারের এই অনুষ্ঠানে ৭ টি অঞ্চলের মধ্যে প্রবীণ ব্যক্তিদের কে বিজয়া সম্মেলন উপলক্ষে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়। তাদেরকে উত্তরীয় ব্যাচ এবং মমতা ব্যানার্জির স্মারক দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়।

ফিলিস্তিনের সমর্থনে বারুইপুরে মহা মিছিল

সাইফুল লস্কর ● বারুইপুর

আপনজন: স্ট্যান্ড ফর জাস্টিস ফোরাম অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এর পরিচালনায় বারুইপুরে ফিলিস্তিনের সমর্থনে এক মহা মিছিলের আয়োজন করা হয়, বারুইপুরে অমৃত লাল কলেজ মাঠ থেকে শুরু হয় মিছিল, পদ্মপুকুর থেকে ওভারব্রিজ হয়ে অমৃত লাল কলেজ মাঠে এসে জড়ো হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন। আল আমিন কলেজের প্রিন্সিপাল নুরুল হক, সেলিমউল্লাহ, কুতুব উদ্দিন লস্কর, আইনজীবী আনিসুর রহমান এছাড়া আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক মুজতাহিদ আল সফি, জুলফিকার মিস্ত্রি, সাজিদ লস্কর, সফিউদ্দিন লস্কর,খয়রুল বাশার, আরো অনেকে। মিছিলে আন্দোলন কারীদের দাবি অন্যায় ভাবে ফিলিস্তিনি শিশু ও নারীদের উপর বেআইনি ভাবে বোমা মারা বন্ধ করতে হবে। রাষ্ট্রসংঘ কে স্বাধীন ফিলিস্তিনিদের স্বীকৃতি দিতে হবে ।ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী শাস্তির আওতায় আনতে হবে। মিছিলে অংশগ্রহণ করেন বারুইপুরের কয়েক হাজার মহিলা পুরুষ।

কেইনের হ্যাটট্রিকে ডর্টমুন্ডকে বিধ্বস্ত করল বায়ার্ন

আপনজন ডেস্ক: বায়ার্ন মিউনিখ জার্সিতে গোল উৎসব চলছেই হ্যারি কেইনের। জার্মান চ্যাম্পিয়নদের হয়ে ১৪ ম্যাচে ইংলিশ ফরোয়ার্ডের গোলের সংখ্যা এখন ১৭। শুধু বুন্দেসলিগায় ১০ ম্যাচে তাঁর গোল ১৫টি। পরশু জার্মান ক্লাসিকোতে (ডের ক্লাসিকার) বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের মাঠে বায়ার্ন মিউনিখের বড় জয়ে হ্যাটট্রিক করেছেন কেইন।

এই ম্যাচ দিয়ে ডের ক্লাসিকারে অভিষেক হলো তাঁর। উপলক্ষটা রাঙালেন হ্যাটট্রিকে। ডর্টমুন্ডের মাঠে বায়ার্নের ৪-০ গোলের জয়ে ৩ গোল একা কেইনের।

তিন দিন আগে তৃতীয় বিভাগের দলের কাছে হেরে জার্মান কাপ থেকে বিদায় নিয়েছিল বায়ার্ন মিউনিখ।

ওই হতাশা পেছনে ফেলে ক্লাসিকোতে বড় জয় পেল ব্যাভারিয়ানরা। ঘরের বাইরে শুরুটা স্বপ্নের মতো হয়েছিল বায়ার্নের। খেলার ৯ মিনিটের মধ্যে তারা দুবার বল পাঠায় ডর্টমুন্ডের জালে। চতুর্থ ফরাসি সেন্টার ব্যাক ডায়োত উপামেকানোর লক্ষ্যভেদে শুরু গোল উৎসবের।

চোটের জন্য এক মাস মাঠের বাইরে থাকার পর এই ম্যাচের কয়েক মুহূর্ত আগে ফিটনেস টেস্টে উতরেছিলেন তিনি। ফেরাটা রাঙালেন শুরুতে বায়ার্নকে গোল উৎসবে ভাসিয়ে। লেরয় সানের পাসে বল জালে জড়িয়েছেন উপামেকানো।

নবম মিনিটে লেরয় সানেরই অ্যাসিস্টে ব্যবধান ২-০ করেন কেইন। খুব কাছ থেকে ডান পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেছেন ইংলিশ ফরোয়ার্ড।

এরপর আরেকটি গোল পেতে ৭২ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় তাঁকে। এবার কিংসলে কোমানের ক্রসে বল জালে জড়িয়েছেন তিনি। আর ৯৩ মিনিটে আলেকজান্ডার পাভলোভিচের অ্যাসিস্টে হ্যাটট্রিক পূরণ করেছেন কেইন।

কেইনের আলোকিত নৈপুণ্যে ডের ক্লাসিকা জিতে বুন্দেসলিগার পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে বায়ার্ন। ১০ ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের ২৬ পয়েন্ট। সমান ম্যাচ খেলে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বেয়ার লেভারকুসেন।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২৪৩ রানে হারিয়ে টানা আট ম্যাচে জয় ভারতের

আপনজন ডেস্ক: পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ দুই দল, সেমিফাইনালও নিশ্চিত হয়ে গেছে আগেই। সেভাবে কারও তেমন কিছু হারানোর নেই বলে কলকাতায় ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার লড়াইটি হওয়ার কথা ছিল নকআউটের আগে নিজেদের ঝালাই করে নেওয়ার। কিন্তু সেটি হলো বড়ই একপেশে। ১ নম্বর দল ভারত ম্যাচটি জিতেছে ২৪৩ রানের ব্যবধানে! বিরাট কোহলির রেকর্ড ছোঁয়া শতকের পর ৩২৬ রান তুলেছিল ভারত, রবীন্দ্র জাদেজার ৫ উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকা গুটিয়ে গেছে ৮৩ রানেই। বিশ্বকাপে এটিই তাদের সর্বনিম্ন স্কোর। ফলে ভারত জিতল টানা আটটি ম্যাচ, অন্যদিকে নেদারল্যান্ডসের পর দক্ষিণ আফ্রিকা হারল প্রথমবার। দুটিই আবার রান তাড়া করতে নেমে।

আগের ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৫৫ রানে গুটিয়ে দিয়েছিল ভারত, এমন বোলিং আক্রমণের বিপক্ষে রান তাড়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা শুরু থেকেই ছিল খোলসবন্দী। নতুন বলের চাপ কমিয়ে খেলার কৌশল কাজে আসেনি একেবারেই। প্রথম ১০ ওভারের মধ্যেই কুইন্টন ডি কক, টেম্বা বাভুমা ও এইডেন মার্করামকে হারিয়ে কোণঠাসা দক্ষিণ আফ্রিকা আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। ভারতের পেস বোলিং আছে আলোচনায়, কিন্তু তাদের স্পিনাররাও তো কম যান না! জাদেজার ৫ উইকেটের সঙ্গে কুলদীপ যাদব ২ উইকেট নিয়ে সেটিই প্রমাণ করলেন আরেকবার। মিডল অর্ডারে হাইনরিখ ক্লাসেন ও ডেভিড মিলারের পর কেশব মহারাজ ও কাগিসো রাবাদার উইকেটও নেন জাদেজা। রাবাদার উইকেটটিই জাদেজার পঞ্চম।

দিনটিতে প্রায় সবকিছুই পক্ষে গেছে ভারতের। ক্লাসেন ও রেসি ফন ডার ডুসেন–দুটি উইকেটই তারা পরপর দুই ওভারে পেয়েছে দুটি সফল রিভিউয়ে। অন্যদিকে পুরোই বিপরীত অবস্থা দক্ষিণ আফ্রিকার।

টসে জিতে ব্যাটিং নিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। কলকাতার উইকেট ছিল ধীরগতির, কিন্তু শুরুতে ঝোড়ো শুরু এনে দেন অধিনায়ক নিজেই। ইনিংসের ৩৫তম বৈধ ডেলিভারিতে রাবাদার বলে টেম্বা বাভুমার দারুণ ক্যাচে পরিণত হওয়ার আগেই রোহিত ২৪ বলে খেলেন ৪০ রানের ইনিংস, প্রথম ১০ ওভারেই ভারত তোলে ৯১ রান।

কিন্তু পরের ১০ ওভারে মাত্র ৩৩ রান তুলতে পারে ভারত; কারণ, কেশব মহারাজের দারুণ আঁটসাঁট বোলিং। ১০ ওভারে এই বাঁহাতি স্পিনার দেন মাত্র ৩০ রান। প্রথম পাওয়ার প্লের পরপরই শুবমান গিলকেও থামান তিনি। কিন্তু শ্রেয়াস আইয়ারের সঙ্গে কোহলির জুটি ভারতকে এমন উইকেটে এনে দেয় দারুণ এক শক্ত ভিত। ৮৭ বলে ৭৭ রানের ইনিংসে কোহলিকে দারুণ সঙ্গই দেন শ্রেয়াস। লোকেশ রাহুল এরপর তেমন কিছু করতে পারেননি, সূর্যকুমার যাদব ১৪ বলে ২৪ ও শেষ দিকে জাদেজা খেলেন ১৫ বলে ২৯ রানের দুটি ক্যামিও ইনিংস।

কিন্তু দিনটি ছিল কোহলিরই। ৬৭ বলে অর্ধশতক পাওয়া কোহলি শচীন টেন্ডুলকারের রেকর্ড ৪৯ শতক ছুঁয়ে ফেলেন ১১৯ বলে। ৮৩.৪৭ স্ট্রাইক রেটের ইনিংসে ১০টি চার মারলেও একটি ছক্কা নেই। যা বলে দেয় কতটা ঝুঁকিমুক্ত থেকে খেলতে চেয়েছেন কোহলি। ইনিংস বিরতিতে কোহলি নিজেই বলেছিলেন, 'পার' স্কোরের চেয়ে বেশিই তুলেছে তাঁর দল। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকাকে যে এভাবে দুমড়ে-মুচড়ে দেবেন তাঁদের বোলাররা, কোহলি কি সেটি ভাবতে পেরেছিলেন!

ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা আকাশ চোপড়ার

আপনজন ডেস্ক: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বরাবরই সরব আকাশ চোপড়া। বিশ্বকাপ উপলক্ষে ভারতের সাবেক এই টেস্ট ওপেনারের ব্যস্ততা আরও বেড়েছে। নিজের ইউটিউব চ্যানেল তো আছেই, এ ছাড়া একাধিক টিভি চ্যানেলে বিশ্লেষকের ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে তাঁকে। ব্যস্ততার মধ্যেই আইনি জটিলতায়ও জড়াতে হয়েছে আকাশকে।

আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ তুলে কমলেশ পারেখ নামের এক ব্যবসায়ী ও তাঁর ছেলে ধ্রুব পারেখের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছেন আকাশ। ৪৬ বছর বয়সী আকাশের বাড়ি ভারতের উত্তর প্রদেশের আগ্রায়। সেখানকার হরিপ্রভাত থানায় কমলেশ ও ধ্রুবর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন আকাশ। কমলেশ ও ধ্রুব হায়দরাবাদের বাসিন্দা। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কমলেশ পারেখ হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (এইচসিএ) সাবেক ব্যবস্থাপক। এ ছাড়া তিনি একজন জুতা (স্পোর্টস শু) ব্যবসায়ী। সেকেন্দ্রবাদে ক্রীড়াসামগ্রীর দোকানও আছে। সেই ব্যবসাতেই বিনিয়োগ

করেছিলেন আকাশ।

মামলার নথি থেকে জানা গেছে, জুতার ব্যবসায় বিনিয়োগ হিসেবে কমলেশের ছেলে ধ্রুবকে ৫৭ লাখ ৮০ হাজার ভারতীয় রুপি (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৭৬ লাখ ৩৫ হাজার টাকা) দিয়েছিলেন আকাশ। এর মধ্যে ফেরত পেয়েছেন ২৪ লাখ ৫০ হাজার রুপি (৩২ লাখ ৩৫ হাজার টাকা)। বাকি ৩৩ লাখ ৩০ হাজার রুপি ফেরত চাইতে গেলে নানা রকম টালবাহনা করতে থাকেন ধ্রুব। একপর্যায়ে বাবা-ছেলে আকাশের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। তাই বাধ্য হয়ে ভারতীয় দণ্ডবিধি ৪০৬ ধারা (বিশ্বাসভঙ্গ) অনুযায়ী মামলাটি করেছেন আকাশ।

ভারতের হয়ে ১০টি টেস্ট খেলা আকাশ এ ব্যাপারে বলেছেন, 'আমাদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক চুক্তি হয়েছিল। চুক্তিপত্রে লেখা ছিল তারা ২০ শতাংশ মুনাফাসহ ৩০ দিনের মধ্যে আমার টাকা ফেরত দেবে। কিন্তু এক বছর পর তারা মাত্র ২৪ লাখ ৫০ হাজার রুপি দিয়েছে। ধ্রুবর বাবা কমলেশ আমাকে কথা দিয়েছিল যে তারা চুক্তিভঙ্গ করবে না। কিন্তু এখন তারা আমার ফোন ধরছে না। আমার আসল টাকা (বাকি ৩৩ লাখ ৩০ হাজার রুপি) ফেরত দিতে হবে।'

পুলিশ কর্মকর্তা অরবিন্দ কুমার জানিয়েছেন, আকাশ চোপড়ার করা মামলার তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এর আগে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের থানায় ডাকা হবে। আফগানিস্তানের হার এই বিশ্বকাপের সত্যিকারের অঘটন' পারেখ পরিবারের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ নতুন নয়। গত ফেব্রুয়ারিতে ভারতীয় ক্রিকেটার দীপক চাহারের স্ত্রী জয়া ভরদ্বাজ কমলেশ ও ধ্রুবর বিরুদ্ধে ১০ লাখ রুপি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ আনেন। অর্থ ফেরত চাইলে জয়াকে হুমকিও দেওয়া হয়। এ ঘটনায়ও কমলেশ ও ধ্রুবর বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন দীপক চাহারের বাবা লোকেন্দ্র সিং চাহার।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়ে দেওয়া বার্তায় নারাইন লিখেছেন, 'ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে সর্বশেষ খেলার পর চার বছরের বেশি পেরিয়ে গেছে। আজ আমি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করছি। জনপরিসরে কম কথা বলার মানুষ আমি। তবে ব্যক্তিগতভাবে অল্প কিছু মানুষই আমাকে ক্যারিয়ারজুড়ে নিঃশর্ত সহায়তা করে গেছেন এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজকে প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন দেখায় সাহায্য করেছেন, তাঁদের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।'

রোনাল্ডোর '৪০০তম' গোল

আপনজন ডেস্ক: বয়সটাকে সংখ্যার হিসেবেই আটকে রেখেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। ৩৮ বছর বয়সেও তরুণ ফুটবলারদের মতো ছন্দ দেখাচ্ছেন পর্তুগিজ সুপারস্টার। নান্দনিক সব পারফরম্যান্সে গোল পাচ্ছেন নিয়মিত। শনিবার রাতে সৌদি প্রো লীগের ম্যাচেও লক্ষ্যভেদ করেন সিআরসেভেন। ক্রিস্টিয়ানোর নৈপুণ্য ছড়ানো পারফরম্যান্সে আল আওয়াল পার্ক স্টেডিয়ামে আল খালিজকে ২-০ গোলে হারায় আল নাসর এফসি। দলের জয়ে গোল করে একটি মাইলফলক স্পর্শ করেন রোনাল্ডো।

ঘরের মাঠে ম্যাচের ২৬তম মিনিটে এগিয়ে যায় আল নাসর। গোলটি করেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। এরপর ৫৮তম মিনিটে ২-০ গোলের জয়নিশ্চিত করেন আল নাসরের স্প্যানিশ ডিফেন্ডার এমেরিক লাপোর্তে।

লিড এনে দেয়া গোলটি রোনাল্ডোর ৩০ বছরের পর করা ৪০০তম গোল। ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত ৮৫৯টি গোল করেছেন ক্রিস্টিয়ানো। অর্থাৎ, বয়স ৩০ পূর্ণ হওয়ার আগে ৪৫৯টি গোল করেন সিআরসেভেন।

কলকাতায় ভারত-পাকিস্তান সেমিফাইনালের আশায় সৌরভ

আপনজন ডেস্ক: সেমিফাইনালে ওঠার ত্রিমুখী লড়াই চলছে পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড ও আফগানিস্তানের মধ্যে। সব সমীকরণ মিলিয়ে পাকিস্তান যদি সেমিফাইনালে উঠতে পারে, তাহলে তাদের পয়েন্ট তালিকায় চতুর্থ স্থানে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। অন্যদিকে ভারত প্রথম পর্বের সেরা হয়ে সেমিফাইনালে উঠবে কি না, সেটা এখনো নিশ্চিত নয়।

বেঙ্গালুরুতে গতকাল নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে পাকিস্তান সেমিফাইনালের আশা জাগিয়ে তোলার পর ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী একটা ব্যক্তিগত আশার কথা জানিয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সাবেক প্রধান চাইছেন তাঁর জন্মের শহর কলকাতায় ১৬ নভেম্বর দ্বিতীয় সেমিফাইনালটা হোক ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে।

ভারতের একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে সৌরভ বলেছেন, 'আমি চাই পাকিস্তান এখানে (কলকাতা) সেমিফাইনালের জন্য উঠে আসুক। কারণ, ভারত-পাকিস্তানের সেমিফাইনালের চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারে না।'

১৫ নভেম্বর প্রথম সেমিফাইনাল হবে মুম্বাইয়ে। সেখানে মুখোমুখি হবে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ ও চারে থাকা দল। আর কলকাতায় দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হওয়া দুই দল। সেদিক বিবেচনায় সৌরভের আশা পূরণ হতে ভারতকে দ্বিতীয় স্থানে থেকে প্রথম পর্ব শেষ করতে হবে। তৃতীয় হতে হবে পাকিস্তানকে।

আজ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ভারত জিতলে তাদের শীর্ষে থেকে প্রথম পর্ব শেষ করা নিশ্চিত। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া যদি তাদের পরের দুই ম্যাচের একটিও জেতে, তাহলে পাকিস্তানের তৃতীয় হওয়ার আর কোনো আশা থাকবে না। হিসাবটা এভাবে এগোলে ভারত-পাকিস্তান সেমিফাইনাল হবে বটে, তবে সেটা হবে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। কারণ, তখন ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হবে ১৫ নভেম্বর প্রথম সেমিফাইনালে।

পন্টিংয়ের সেরা তিনে নেই ভারত ও পাকিস্তানের ক্রিকেটার

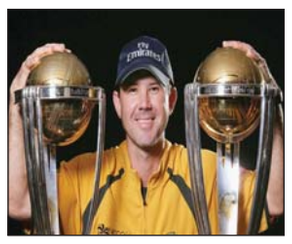

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী সাবেক অধিনায়ক রিকি পন্টিং চলতি বিশ্বকাপে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন, করছেন ম্যাচ বিশ্লেষণ। দলগুলোর পাশাপাশি ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সের ওপর নজর রাখছেন পন্টিং। নিজের দেখার দৃষ্টিকোন থেকে ভারত বিশ্বকাপের ৩ জন সেরা ক্রিকেটার বেছে নিয়েছেন তিনি। যেখানে রোহিত শর্মা বা শাহীন আফ্রিদিরও জায়গা হয়নি।

দক্ষিণ আফ্রিকার দুই ও অস্ট্রেলিয়ার একজন আছেন। পন্টিং শুরুতেই রেখেছেন তার দেশীয় স্পিনার অ্যাডাম জাম্পাকে। সঙ্গে আছেন দক্ষিণ আফ্রিকার কুইন্টন ডি কক ও মার্কো ইয়ানসেন। বিশ্বকাপে দারুণ ছন্দে আছেন জাম্পা। লেগ স্পিন ঘূর্ণিতে ৭ ইনিংসে ১৯ উইকেট নিয়ে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারির তালিকায় একদম ওপরে রয়েছেন তিনি। জাম্পাতে মুগ্ধ পন্টিং বলেন, 'জাম্পাকে এড়িয়ে যাওয়া খুবই কঠিন। সে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। সে প্রথম দুই ম্যাচে কোনো উইকেট পায়নি এবং তারপর দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে এখন সবচেয়ে বেশি উইকেট তার।

সে অসাধারণ পারফর্ম করছে।'

বিশ্বকাপের পরই ওয়ানডে ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন ডি কক। বিদায়বেলায় এসে আছেন ক্যারিয়ারের-সেরা ফর্মে। ৭ ইনিংসে ৭৭-এর ওপর গড়ে করেছেন সর্বোচ্চ ৫৪৫ রান। তাকে নিয়ে পন্টিংয়ের মন্তব্য 'কুইন্টন ৪টি শতক হাঁকিয়েছে।

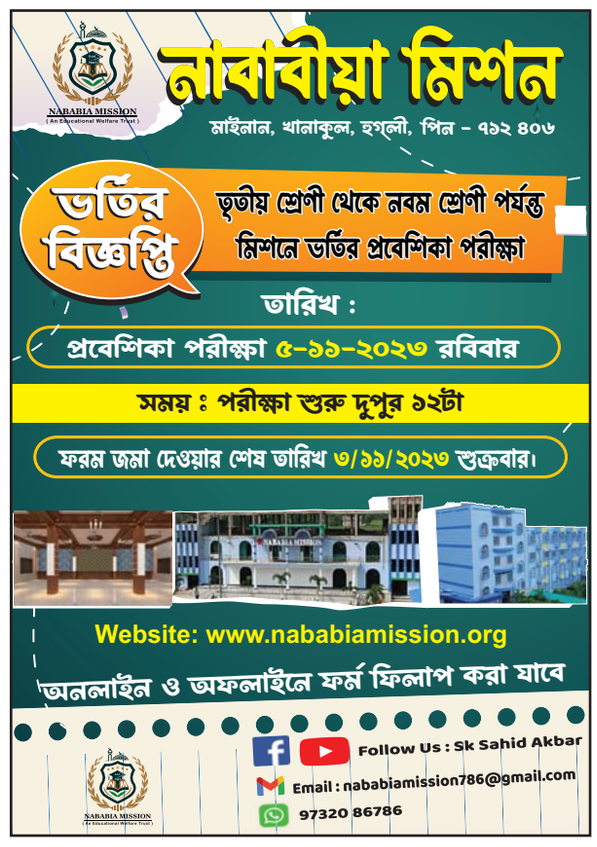

গলসিতে ফুটবল টুর্নামেন্টে জয়ী সিহিগ্রাম

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসির জাগুলিপাড়া ফুটবল কমিটির উদ্যোগে রবীন্দ্র-নজরুল নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন হল শনিবার বিকালে। এই বছর তাদের খেলা ৪২ তম বর্ষে পদার্পণ করছে। জানাগেছে, মোট আটটি দল ওই খেলা শুরু হয়েছে। গত কালকের উদ্বোধনী ম্যাচে সিহিগ্রাম রবীন্দ্র পাঠাগার ক্লাব ও মুরাতিপুর যুব প্রগতি সংঘ মুখোমুখি হয়। উদ্বোধনী খেলায় উপস্থিত ছিলেন, তৃণমুল নেত্রী সুজাতা খাঁ, জেলা সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি মহম্মদ আসরাফ উদ্দিন, জেলা পরিষদের কর্মাধক্ষ্য মেহেবুব মন্ডল, ব্লক তৃণমূল সভাপতি জর্নাদন চ্যাটাজ্জি, পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি মহঃ জাকির হোসেন, লোয়া রামগোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ফজিলা বেগম, তৃণমূল নেতা জাহির আব্বাস মন্ডল, সহ অনেকে। প্রথম অর্ধের ১৮ মিনিটে দীনেশ কোলে ও ২৩ মিনিটে দীপু মুর্মু একটি করে গোল করে। দ্বিতীয় অর্ধে খেলার ৫০ এবং ৫৩ মিনিটে আবার পরপর দুটি গোল করে দীপু মুর্মু। খেলায় সিহিগ্রাম ৪-০ গোলে জয়লাভ করে। একাই ৩ টি গোল করে ম্যাচের সেরা হন সিহিগ্রামের খেলোয়াড় দীপু মুর্মু।

শেখ হাবল স্মৃতি ফুটবল রাজনগরে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: রাজনগর ব্লকের খোদাইবাগ গ্রামে শেখ হাবল স্মৃতি ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। খোদাইবাগ মাসুম স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় প্রতিবছরের ন্যায় এবারও পাঁচ দিনব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল।খেলায় ঝাড়খন্ড, বর্ধমান, দুর্গাপুর সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মোট ১৬ টি দল অংশ নেয়।রবিবার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণ করে কে ওয়াই সি ফুটবল দল বনাম রাজনগরের খাসবাজার কেজিএন ফুটবল দল । নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থাকায় ট্রাই বেকারের মাধ্যমে খেলার নিষ্পত্তি করা হয়।সেক্ষেত্রে কে ওয়াই সি ফুটবল দল বিজয়ী এবং কেজিএন ফুটবল বিজিত র শিরোপা অর্জন করে।পুরস্কার হিসেবে বিজয়ী দলকে ট্রফি সহ নগদ এক লক্ষ টাকা এবং বিজিত দলকে ট্রফি সহ নগদ ৭৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। বিভিন্ন দলের হয়ে প্রায় ২৫ জন মণিপুরী ও নাইজেরিয়ান খেলোয়ার অংশ নেন। এদিন চূড়ান্ত পর্বের খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হক ওরফে কাজল শেখ, সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, রাজনগর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শুভাশিস চক্রবর্তী,রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধক্ষ্য সুকুমার সাধু, রাজনগর থানার ওসি দেবাশীষ পন্ডিত সহ বহু বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ। উল্লেখ্য পুরস্কার বিতরণী মঞ্চ থেকে জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ ফুটবল মাঠটির উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেন।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**